খ বিভাগ- সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : اصول البزدوى - উসূলুল বাযদাভী

উসূলুল বাযদাভী সূচিপত্র

١- عرف "العلم" واذكر أقسامه الأساسية عند الإمام البزدوي – প্রশ্ন-১: 'ইলম' (জ্ঞান)-এর সংজ্ঞা দাও এবং ইমাম বাযদাবী (র)-এর মতে এর মৌলিক প্রকারভেদলো উল্লেখ কর।
٢- ما هو تعريف "أنواع العلم" في الاصطلاح الأصولي؟ প্রশ্ন-২: উসূলী পরিভাষায় "أنواع العلم " (জ্ঞানের প্রকারভেদ) এর সংজ্ঞা কী?
٣- ما هو تعريف الكتاب في الاصطلاح الأصولي؟ প্রশ্ন-৩: উসূলী পরিভাষায় "কিতাব" (কুরআন)-এর সংজ্ঞা কী?
٤- ماذا يقصد بـ "نظم القرآن" و"معنى القرآن؟ প্রশ্ন-৪: 'নযমে কুরআন' (কুরআনের শব্দবিন্যাস) এবং 'মানাল কুরআন' (কুরআনের অর্থ)দ্বারা কী উদ্দেশ্য করা হয়?
٥- عرف "الخبر" لغة وشرعا - وما هي أقسامه الأساسية؟ প্রশ্ন-৫: আভিধানিক ও পরিভাষায় 'খবর'-এর সংজ্ঞা দাও। এর মৌলিক প্রকারভেদগুলো কী কী?]
٦- ما حكم "خبر الواحد" في إفادة العلم والعمل؟ প্রশ্ন-৬: জ্ঞান ও আমল প্রদানের ক্ষেত্রে 'খবরে ওয়াহেদ'-এর বিধান কী?
٧- عرف "السنة" في الأصطلاح الأصولي - واذكر أنواعها الأساسية. প্রশ্ন-৭: উসূলী পরিভাষায় 'সুন্নাহ'-এর সংজ্ঞা দাও। এবং এর মৌলিক প্রকারগুলো উল্লেখ কর।
٨- ما هي الصفات التي تعتبر في الرواة القبول خبرهم؟ প্রশ্ন-৮: রাবীদের (বর্ণনাকারীদের) খবরে গ্রহণযোগ্যতার জন্য তাঁদের মধ্যে কী কী গুণাবলি বিবেচনা করা হয়?
٩- عرف "الظاهر" و"النص" في الاصطلاح الأصولي مع إيجاز. প্রশ্ন-৯: উসূলী পরিভাষায় 'যাহের' ও 'নস'-এর সংজ্ঞা সংক্ষেপে দাও।
١٠- هل يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة عند الحنفية؟ প্রশ্ন-১০: হানাফীদের নিকট কি মুতাওয়াতির সুন্নাহ দ্বারা কিতাব (কুরআন) নাসখ করা জায়েয?
١١- ما هي مراتب دلالة اللفظ الأربعة التي ذكرها البزدوي؟ প্রশ্ন-১১: ইমাম বাযদাবী কর্তৃক উল্লিখিত শব্দের নির্দেশনা বা অর্থের চারটি স্তর কী কী?
١٢- ما الفرق بين "الظاهر" و"النص" في الاصطلاح الأصولي؟ প্রশ্ন-১২: উসূলী পরিভাষায় 'যাহির' ও 'নস'-এর মধ্যে পার্থক্য কী?
١٣- ما الفرق بين المحكم" و"المتشابه باختصار؟ প্রশ্ন-১৩: সংক্ষেপে 'মুহকাম' ও 'মুতাশাবিহ'-এর মধ্যে পার্থক্য কী?
١٤- ما هو تعريف "المفسر" و"المجمل"؟ প্রশ্ন-১৪: 'মুফাসসার' ও 'মুজমাল'-এর সংজ্ঞা কী?
١٥- ما الفرق بين "الخفي" و"المشكل"؟ প্রশ্ন-১৫: 'খায়ী' ও 'মুশকিল'-এর মধ্যে পার্থক্য কী?
١٦- ما هو تعريف "المجمل" وما حكمه في إفادة الحكم؟ প্রশ্ন-১৬: 'মুজমাল'-এর সংজ্ঞা কী এবং বিধান প্রদানে এর হুকুম কী?

١٧- بين الفرق بين "الخفي" و"المجمل" في مراتب الوضوح.
প্রশ্ন-১৭: স্পষ্টতার স্তর অনুযায়ী 'খাফী' ও 'মুজমাল'-এর মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা কর।

١٨- ما هو تعريف "الإطلاق" و"التقييد" في استعمال اللفظ؟
প্রশ্ন-১৮: শব্দ ব্যবহারে 'ইতলাক' (অ-শর্তযুক্ত) ও 'তাক্বয়ীদ' (শর্তযুক্ত)-এর সংজ্ঞা কী?

١٩- ما الفرق الجوهري بين "الحقيقة" و"المجاز"؟
প্রশ্ন-১৯: 'হাক্বীকৃত' (আভিধানিক অর্থ) ও 'মাজায' (রূপক অর্থ)-এর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কী?

٢٠- اذكر حالتين تترك فيهما "الحقيقة" ويصار إلى المجاز-
প্রশ্ন-২০: এমন দুটি ক্ষেত্র উল্লেখ কর যেখানে 'হাক্বীকৃত'কে পরিত্যাগ করে 'মাজায'গ্রহণ করা হয়।

٢١- ما المراد بـ "اللفظ المشترك" اصطلاحا؟ وما حكمه؟
প্রশ্ন-২১: পারিভাষিক অর্থে "লাফজে মুশতারাক" দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? এবং এর বিধান কী?

٢٢- عرف "المؤول" شرعا - وما هي شروط قبوله؟
প্রশ্ন-২২: শরীয়তের পরিভাষায় 'মুআউয়াল'-এর সংজ্ঞা দাও এবং তা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য কী কী শর্ত রয়েছে?

٢٣- عرف "التأويل" لغة واصطلاحا –
প্রশ্ন-২৩: আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থে 'তাবীল'-এর সংজ্ঞা দাও।

٢٤- عرف "الخاص" شرعا - وما حكمه في إفادة الحكم؟
প্রশ্ন-২৪: শরীয়তের পরিভাষায় 'খাস'-এর সংজ্ঞা দাও এবং বিধান প্রদানের ক্ষেত্রে এর হুকুম কী?

٢٥- هل يبقى "العام" حجة بعد التخصيص؟ انكر رأي الحنفية.
প্রশ্ন-২৫: তাখসীসের (নির্দিষ্টকরণের) পরে কি 'আম' হুজ্জত হিসেবে বাকি থাকে? হানাফীদের মত উল্লেখ কর।

٢٦- ما هي أقسام الخاص"الأربعة" عند الحنفية؟
প্রশ্ন-২৬: হানাফীদের মতে 'খাস'-এর চারটি প্রকারভেদ কী কী?

٢٧- عرف العام اصطلاحا - واذكر صيغتين من صيغ العموم –
প্রশ্ন-২৭: 'আম'-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও এবং উমুমের (ব্যাপকতার) দুটি.রূপ উল্লেখ কর।

٢٨ -هل يبقى "العام" حجة بعد التخصيص؟ اذكر رأي الحنفية –
প্রশ্ন-২৮: তাখসীসের (নির্দিষ্টকরণের) পরে কি 'আম' হুজ্জত হিসেবে বাকি থাকে? হানাফীদের মত উল্লেখ কর।

٢٩- عرف الأمر وما هو موجبه الأصلي عند الإطلاق ؟
প্রশ্ন-২৯: 'আমর' (আদেশ)-এর সংজ্ঞা দাও এবং নিঃশর্তভাবে এর মূল মোজিব (যা আবশ্যক করে) কী?

٣٠- اذكر صيغتين من صيغ الأمر غير المباشرة التي تفيد الوجوب.
প্রশ্ন-৩০: আমরের অপ্রত্যক্ষ রূপগুলোর দুটি উল্লেখ কর যা ওয়াজিব হওয়া প্রমাণ করে।

٣١- متى يفيد الأمر الإباحة بدلا من الوجوب؟
প্রশ্ন-৩১: কখন আমর ওয়াজিবের পরিবর্তে ইবাহাত (বৈধতা) প্রমাণ করে?

٣٢- ما الفرق بين "الأمر المعلق" و"الأمر المطلق"؟
প্রশ্ন-৩২: 'আমর-এ মুআল্লাক' (শর্তযুক্ত আদেশ) এবং 'আমর-এ মুতলাক' (নিঃশর্ত আদেশ)-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

٣٣- عرف "النهي" شرعا - وهل يدل على فساد المنهي عنه؟ প্রশ্ন-৩৩: শরীয়তের পরিভাষায়. 'নাহী (নিষেধ)-এর সংজ্ঞা দাও। এটি কি নিষিদ্ধ কাজটিকে ফাসেদ (বাতিল) হওয়া প্রমাণ করে?
٣٤- هل يقتضي "الأمر بالشيء" نهيا عن ضده؟ اذكر رأي الحنفية. প্রশ্ন-৩৪: কোনো কিছু আদেশ করা কি তার বিপরীত কাজ থেকে নিষেধ বোঝায়? হানাফীদের মত উল্লেখ কর।
٣٥- ما هي أنواع النهي من حيث متعلقه؟ প্রশ্ন-৩৫: নাহী (নিষেধ)যার সাথে সম্পর্কিত, তার ভিত্তিতে এর প্রকারভেদ কী কী?
٣٦- عرف "دلالة العبارة" و"دلالة الإشارة" باختصار. প্রশ্ন-৩৬: সংক্ষেপে "দালালাতুল ইবারাহ" ও "দালালাতুল ইশারাহ"-এর সংজ্ঞা দাও।
٣٧- بين الفرق بين دلالة النص" و"دلالة الاقتضاء" . প্রশ্ন-৩৭: 'দালালাতুন-নস' ও 'দালালাতুল ইকৃতিযা'-এর মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা কর।
٣٨- عرف "الأداء" و"القضاء" شرعا. প্রশ্ন-৩৮: শরীয়তের পরিভাষায় 'আদা' ও 'ক্বাযা'-এর সংজ্ঞা দাও।
٣٩- اذكر أقسام "الأداء" الأساسية. প্রশ্ন-৩৯: 'আদা'-এর মৌলিক প্রকারভেদসমূহ উল্লেখ কর।
٤٠- هل يجب "القضاء" بما وجب به "الأداء"؟ প্রশ্ন-৪০: যে কারণে 'আদা' ওয়াজিব হয়েছে, সেই কারণে কি 'কাযা'ও ওয়াজিব হবে?
٤١- ما هو حكم التداوي بالمحرمات في الضرورة؟ প্রশ্ন-৪১: জরুরী অবস্থায় হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করার বিধান কী?
٤٢- ما هي الفروق الجوهرية بين "الأداء" و"القضاء"؟ প্রশ্ন-৪২: 'আদা' ও 'ক্বাযা'-এর মধ্যে মৌলিক পার্থক্যগুলো কী কী?
٤٣- عرف "العزيمة" و"الرخصة" اصطلاحا. প্রশ্ন-৪৩: পারিভাষিক অর্থে 'আযীমা' ও 'রুখসা'-এর সংজ্ঞা দাও।
٤٤- اذكر الأقسام الثلاثة للرخصة." প্রশ্ন-৪৪: 'রুখসা'-এর তিনটি প্রকারভেদ উল্লেখ কর।
٤٥- عرف "السنة في الإصطلاح الأصولي - واذكر أنواعها الأساسية. প্রশ্ন-৪৫: উসুলী পরিভাষায় 'সুন্নাহ'-এর সংজ্ঞা দাও এবং এর মৌলিক প্রকারগুলো উল্লেখ কর।
٤٦- ما حكم خبر الواحد" في إفادة العلم والعمل؟ প্রশ্ন-৪৬: জ্ঞান ও আমল প্রদানে "খবরে ওয়াহেদ"-এর বিধান কী?
٤٧- متى لا يكون خبر الواحد حجة عند الحنفية؟ প্রশ্ন-৪৭: কখন হানাফীদের নিকট 'খবরে ওয়াহেদ' দলীল হিসেবে গণ্য হয় না?
٤٨- عرف "الإجماع اصطلاحا - وما هو نوعاه؟ প্রশ্ন-৪৮: পারিভাষিক অর্থে 'ইজমা'-এর সংজ্ঞা দাও এবং এর দুটি প্রকার কী কী?
٤٩- ما حكم العمل بـ "الإجماع السكوتي عند الحنفية؟ প্রশ্ন-৪৯: হানাফীদের নিকট 'ইজমা'-এ 'সুকূতী'(নীরব ইজমা')-এর উপর আমল করার বিধান কী?
٥٠- ما هو القياس اصطلاحا ؟ واذكر أركانه الأربعة.

প্রশ্ন-৫০: পারিভাষিক অর্থে 'কিয়াস'-এর সংজ্ঞা দাও এবং এর চারটি রুকন উল্লেখ কর।

٥١- ما الفرق بين القياس الجلي" و"القياس الخفي"؟
প্রশ্ন-৫১: 'কিয়াস-এ জলী' ও 'কিয়াস-এ খফী'-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

٥٢- ما المراد بـ "الاستحسان" عند الحنفية؟
প্রশ্ন-৫২: হানাফীদের নিকট 'ইসতিহসান' দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

٥٣- متى يكون "القياس الجلي" دليلا أقوى من الاستحسان"؟
প্রশ্ন-৫৩: কখন 'কিয়াস-এ জলী' 'ইসতিহসান'-এর চেয়ে শক্তিশালী দলিল হয়?

٥٤- ما معنى "المعارضة" لغة وشرعا ؟
প্রশ্ন-৫৪: আভিধানিক ও শরীয়তের পরিভাষায় 'মুআরাদা' (বিরোধ)-এর অর্থ কী?

٥٥- ما هي مراتب التعارض بين الأدلة؟
প্রশ্ন-৫৫: দলিলসমূহের মধ্যে বিরোধের স্তরগুলো কী কী?

٥٦- متى تعتبر النصوص متعارضة؟
প্রশ্ন-৫৬: কখন নস (দলিলসমূহ)-কে সাংঘর্ষিক বলে গণ্য করা হয়?

٥٧- عرف الاجتهاد اصطلاحا ومن هو "المجتهد"؟
প্রশ্ন-৫৭: পারিভাষিক অর্থে 'ইজতিহাদ'-এর সংজ্ঞা দাও। এবং 'মুজতাহিদ' কে?

٥٨- ما حكم اجتهاد النبي ﷺ في حق التشريع؟
প্রশ্ন-৫৮: শরীয়তের বিধান প্রণয়নে নবী (স)-এর ইজতিহাদের বিধান কী?

٥٩- ما هو "النسخ"؟ وما هي شروطه الأساسية؟
প্রশ্ন-৫৯: 'নাসখ' (রহিতকরণ)-এর সংজ্ঞা কী? এবং এর মৌলিক শর্তাবলি কী কী?

٦٠- هل يجوز نسخ القرآن بخبر الواحد؟
প্রশ্ন-৬০: খবরে ওয়াহেদ দ্বারা কি কুরআন নাসখ করা জায়েয?

٦١- ما هو الفرق بين الاستدلال بالعادة" و"الاستدلال بالشرع؟
প্রশ্ন-৬১: 'আল-ইসতিদলাল বিল আদাহ' (অভ্যাস দ্বারা দলিল) এবং "আল-ইসতিদলাল বিশ-শারঅ" (শরীয়ত দ্বারা দলিল)-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

٦٢- ما المراد بـ "الاستصحاب"؟ ومتى يستخدم؟
প্রশ্ন-৬২: 'আল-ইসতিসহাব' দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? এবং এটি কখন ব্যবহৃত হয়?

٦٣- ما حكم النهي إذا تعلق بالوصف اللازم للشيء؟
প্রশ্ন-৬৩: যখন নাহী কোনো বিষয়ের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পর্কিত হয়, তখন তার বিধান কী?

٦٤- اذكر نوعين من أنواع التخصيص المتصل–
প্রশ্ন-৬৪: তাখসীস-এ মুত্তাসিল (সংযুক্ত তাখসীস)-এর দুটি প্রকার উল্লেখ কর।

٦٥- اذكر نوعين من أنواع التخصيص المنفصل.
প্রশ্ন-৬৫: তাখসীস-এ মুনফাসিল (বিচ্ছিন্ন তাখসীস)-এর দুটি প্রকার উল্লেখ কর।

٦٦- كيف يتم الترجيح بين دلالة العبارة" و"دلالة الإشارة عند التعارض؟
প্রশ্ন-৬৬: বিরোধ দেখা দিলে 'দালালাতুল ইবারাহ' ও 'দালালাতুল ইশারাহ'-এর মধ্যে কিভাবে তারজীহ (অগ্রাধিকার) দেওয়া হয়?

٦٧- أي الدلالتين أقوى حجة: "دلالة النص" أم "دلالة الاقتضاء؟

প্রশ্ন-৬৭: দলিল হিসেবে কোন দুটি নির্দেশনা অধিক শক্তিশালী, 'দালালাতুন-নস' নাকি "দালালাতুল ইকৃতিদা"?

٦٨- عرف الصحابي" لغة واصطلاحا.

প্রশ্ন-৬৮: আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থে 'সাহাবী'-এর সংজ্ঞা দাও।

٦٩- ما هي مكانة الصحابة في نقل الشريعة؟

প্রশ্ন-৬৯: শরীয়ত বর্ণনায় সাহাবীগণের মর্যাদা কী?

٧٠- ما هو حكم قول الصحابي عند الحنفية؟

প্রশ্ন-৭০: হানাফীদের নিকট 'কুওলে সাহাবী' (সাহাবীর উক্তি)-এর বিধান কী?

٧١- متى يكون قول الصحابي حجة" بالإجماع؟

প্রশ্ন-৭১: কখন সাহাবীর উক্তি ইজমা দ্বারা 'হুজ্জত' (দলীল) হয়?

٧٢- هل يجوز ترك القياس بسبب قول الصحابي؟

প্রশ্ন-৭২: 'কুওলে সাহাবী'-এর কারণে কি কিয়াস পরিত্যাগ করা জায়েয?

٧٣- ما هي شروط الأخذ بـ قول الصحابي" إذا تعارض مع ظاهر الكتاب؟

প্রশ্ন-৭৩: যদি 'কুওলে সাহাবী' কিতাবের যাহের (প্রকাশ্য অর্থ)-এর সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তবে তা গ্রহণের শর্ত কী?

٧٤- ما الفرق بين قول الصحابي" و"إجماع الصحابة؟

প্রশ্ন-৭৪: 'কুওলে সাহাবী' ও 'ইজমাউস-সাহাবাহ'-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

٧٥- ما هو حكم "ما لم يعرف له مخالف من قول الصحابي؟

প্রশ্ন-৭৫: কোনো সাহাবীর এমন উক্তি সম্পর্কে কী বিধান, যার কোনো বিরোধী জানা যায়নি?

٧٦- ما هو المراد بـ "الاقتداء بالصحابة"؟

প্রশ্ন-৭৬: 'সাহাবীগণের অনুকরণ' (আল-ইকৃতিদা বিস-সাহ্যবাহ) দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

٧٧- ما هو الدليل على وجوب متابعة الصحابة في الأمور الاجتهادية؟

প্রশ্ন-৭৭: ইজতিহাদী বিষয়ে সাহাবীগণের অনুসরণের আবশ্যকতা সম্পর্কে দলিল কী?

٧٨- هل يجوز وقوع "الإجماع" بعد الخلاف السابق؟

প্রশ্ন-৭৮: পূর্বে মতপার্থক্য হওয়ার পর কি 'ইজমা' সংঘটিত হওয়া জায়েয?

প্রশ্ন-১: 'ইলম' (জ্ঞান)-এর সংজ্ঞা দাও এবং ইমাম বাযদাবী (র)-এর মতে এর মৌলিক প্রকারভেদগুলো উল্লেখ কর।

١ -عرف " العلم " واذكر أقسامه الأساسية عند الإمام البزدوي

উত্তর:

ভূমিকা:

উসূলুল ফিকহের মূল উদ্দেশ্য হলো শরিয়তের দলিল থেকে সঠিক বিধান জানা। আর এই জানা বা অবগত হওয়াকেই 'ইলম' বলা হয়। ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাযদাবী (র- তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'কানযুল উসূল'-এর সূচনা করেছেন ইলমের আলোচনার মাধ্যমে।

ইলমের সংজ্ঞা (تعريف العلم):

- **আভিধানিক অর্থ:** ইলম (العلم) অর্থ জানা, অনুধাবন করা, নিশ্চিত হওয়া। এটি 'জাহল' (جهل) বা অজ্ঞতার বিপরীত।
- পারিভাষিক সংজ্ঞা: ইমাম বাযদাবী (র- ইলমের সংজ্ঞায় বলেন:

العلم صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت هي به

অর্থ: "ইলম হলো এমন একটি গুণ, যার মাধ্যমে কোনো বস্তু বা বিষয় ঐ ব্যক্তির কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যার সত্তার মধ্যে এই গুণটি বিদ্যমান।" [1]

ইলমের মৌলিক প্রকারভেদ (أقسام العلم):

ইমাম বাযদাবী (র- ইলমকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করেছেন:

১. ইলমে তাওহীদ ও সিফাত (علم التوحيد والصفات):

আল্লাহ তায়ালার সত্তা, গুণাবলী এবং একত্ববাদ সম্পর্কিত জ্ঞান। এর উৎস হলো পবিত্র কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ। এতে আকল বা যুক্তির চেয়ে নকল বা বর্ণনার প্রাধান্য বেশি। আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

অর্থ: "জেনে রাখুন, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।" (সূরা মুহাম্মদ: ১৯)

২. ইলমে শরিয়ত ও আহকাম (علم الشريعة والأحكام):

হালাল-হারাম, জায়েজ-নাজায়েজ এবং শরিয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কিত জ্ঞান। একেই পরিভাষায় 'ফিকহ' বলা হয়। এর ভিত্তি হলো ওহী এবং ইজতিহাদ।

প্রশ্ন-২: উসুলী পরিভাষায় "أنواع العلم" (জ্ঞানের প্রকারভেদ) এর সংজ্ঞা কী?

٢ -ما هو تعريف "أنواع العلم" في الاصطلاح الأصولي؟

উত্তর:

ভূমিকা:

শরিয়তের বিধান জানার জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু উৎস বা মাধ্যম রয়েছে। উসূলুল ফিকহের পরিভাষায় এই উৎসগুলোকেই 'আনওয়াউল ইলম' বা ইলমের প্রকারভেদ হিসেবে গণ্য করা হয়। এগুলোকে শরিয়তের দলিল বা হুজ্জাতও বলা হয়।

'আনওয়াউল ইলম'-এর সংজ্ঞা ও বিবরণ:

উসূলবিদগণের পরিভাষায়, শরিয়তের ইলম বা বিধান জানার মাধ্যম চারটি। ইমাম বাযদাবী (র- বলেন, শরিয়তের ইলম অর্জিত হয় চারটি দালিল বা উৎসের মাধ্যমে2:

১. কিতাবুল্লাহ (الْكِتَابُ): আল্লাহর কালাম বা আল-কুরআন। এটি শরিয়তের মূল ভিত্তি।

২. সুন্নাহ (السُّنَّةُ): রাসূলুল্লাহ (সা--এর বাণী, কর্ম ও সমর্থন।

৩. ইজমা (الْإِجْمَاعُ): কোনো যুগের মুজতাহিদগণের শরয়ী বিষয়ে ঐকমত্য।
৪. কিয়াস (الْقِيَاسُ): কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমার ভিত্তিতে নতুন সমস্যার সমাধান বের করা।
তাৎপর্য:
এই চারটি প্রকারের মাধ্যমেই বান্দা আল্লাহর বিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। উসূলবিদগণ বলেন:
أَدِلَّةُ الشَّرْعِ أَرْبَعَةٌ: الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ
অর্থ: "শরিয়তের দলিল চারটি: কিতাব, সুন্নাহ, ইজমা এবং কিয়াস।"

প্রশ্ন-৩: উসূলী পরিভাষায় "কিতাব" (কুরআন)-এর সংজ্ঞা কী?

٣ -ما هو تعريف الكتاب في الاصطلاح الأصولي؟

উত্তর:
ভূমিকা:
ইসলামী শরিয়তের প্রধান ও প্রথম উৎস হলো 'আল-কিতাব' বা আল-কুরআন। উসূল শাস্ত্রবিদগণ এর অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও নিখুঁত সংজ্ঞা প্রদান করেছেন যা একে অন্যান্য আসমানী কিতাব ও হাদিস থেকে পৃথক করে।

'কিতাব'-এর সংজ্ঞা (تعريف الكتاب):

ইমাম বাযদাবী (র- ও হানাফী উসূলবিদগণের মতে সংজ্ঞাটি হলো:
الْكِتَابُ هُوَ الْقُرْآنُ الْمُنَزَّلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ، الْمَنْقُولُ عَنْهُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا بِلَا شُبْهَةٍ
অর্থ: "কিতাব হলো সেই কুরআন যা রাসূলুল্লাহ (সা--এর ওপর নাজিলকৃত, মুসহাফ বা ফলকসমূহে লিপিবদ্ধ এবং যা সন্দেহমুক্তভাবে মুতাওয়াতির (ধারাবাহিক ও অকাট্য) সনদে বর্ণিত হয়ে আমাদের নিকট পৌঁছেছে।" [3]
সংজ্ঞার বিশ্লেষণ ও বৈশিষ্ট্য:
১. আল-মুনাজ্জাল (المنزل): এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে জিবরাঈল (আ--এর মাধ্যমে নাজিলকৃত।
২. আল-মাকতুব (المكتوب): এটি মুসহাফের দুই মলাটের মধ্যে আবদ্ধ।
৩. আল-মানকুল (المنقول): এর প্রতিটি শব্দ ও অর্থ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত (কুতিঈ)।
৪. ইবাদত: এর তিলাওয়াত করা স্বতন্ত্র একটি ইবাদত।

প্রশ্ন-৪: 'নযমে কুরআন' (কুরআনের শব্দবিন্যাস) এবং 'মানাল কুরআন' (কুরআনের অর্থ) দ্বারা কী উদ্দেশ্য করা হয়?

٤ -ماذا يقصد بـ "نظم القرآن" و"معنى القرآن؟

উত্তর:
ভূমিকা:
কুরআন কি কেবল অর্থের নাম, নাকি শব্দ ও অর্থের সমষ্টি? এ নিয়ে উসূলবিদদের মধ্যে আলোচনা রয়েছে। ইমাম বাযদাবী (র--এর মতে, কুরআন শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টি।
১. নযমে কুরআন (نظم القرآن):
এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কুরআনের নির্দিষ্ট 'শব্দমালা' বা 'ইবারত'। আল্লাহ তায়ালা যে আরবি শব্দ, বাক্যবিন্যাস ও ছন্দশৈলীতে কুরআন নাজিল করেছেন, তাকেই নযম বলা হয়। নামাজে এই নযম বা আরবি শব্দে তিলাওয়াত করা ফরজ। অন্য ভাষায় অনুবাদ করলে তাকে নযমে কুরআন বলা হবে না।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:
إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا
অর্থ: "নিশ্চয়ই আমি একে আরবি কুরআন করেছি।" (সূরা যুখরুফ: ৩)

২. মানাল কুরআন (معنى القرآن):
এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কুরআনের আয়াতের মর্মার্থ বা ভাবার্থ। নযম হলো দেহ এবং মানা হলো প্রাণ।
ইমাম বাযদাবীর সিদ্ধান্ত:
ইমাম বাযদাবী (র- বলেন, কুরআন কেবল অর্থের নাম নয় এবং কেবল শব্দের নামও নয়। বরং:
الْقُرْآنُ اسْمٌ لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا
অর্থ: "কুরআন হলো নযম (শব্দ) ও মানা (অর্থ) উভয়ের সমষ্টির নাম।" [4]
তাই যদি কেউ নামাজে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও আরবি বাদ দিয়ে ফার্সি বা বাংলায় কুরআনের অনুবাদ পড়ে, তবে হানাফী মাযহাবের বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী নামাজ হবে না। কারণ তাতে কুরআনের রুকন 'নযম' পাওয়া যায়নি।

প্রশ্ন-৫: আভিধানিক ও পরিভাষায় 'খবর'-এর সংজ্ঞা দাও। এর মৌলিক প্রকারভেদগুলো কী কী?
٥ -عرف "الخبر" لغة وشرعا - وما هي أقسامه الأساسية؟

উত্তর:
ভূমিকা:
শরিয়তের বিধান জানার অন্যতম মাধ্যম হলো 'খবর' বা সংবাদ। রাসূলুল্লাহ (সা--এর সুন্নাহ মূলত খবরের মাধ্যমেই উম্মতের কাছে পৌঁছেছে।

খবর-এর সংজ্ঞা (تعريف الخبر):

- **আভিধানিক অর্থ:** খবর (الخبر) অর্থ সংবাদ, বার্তা বা তথ্য। এর বহুবচন 'আখবার' (أخبار)।
- পারিভাষিক সংজ্ঞা: উসূলবিদগণের মতে:

الْخَبَرُ هُوَ كَلَامٌ يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ لِذَاتِهِ
অর্থ: "খবর হলো এমন বাক্য বা কালাম, যা নিজের সত্তাগতভাবে সত্য বা মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা রাখে।" [5] (তবে বক্তার সত্যবাদিতার ওপর ভিত্তি করে তা গ্রহণ বা বর্জন করা হয়।)
খবরের মৌলিক প্রকারভেদ:
ইমাম বাযদাবী (র- এবং হানাফী উসূলবিদগণ বর্ণনাকারীর সংখ্যার ভিত্তিতে খবরকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন:

১. খবরে মুতাওয়াতির (الخبر المتواتر): এমন সংখ্যক লোক এটি বর্ণনা করেছেন, যাদের মিথ্যা কথায় একমত হওয়া আকল বা বিবেক অসম্ভব মনে করে। এটি 'ইলমে ইয়াকিন' বা অকাট্য জ্ঞান দান করে।

২. খবরে মাশহুর (الخبر المشهور): যা প্রথম যুগে (সাহাবী যুগে) খবরে ওয়াহেদ ছিল, কিন্তু পরবর্তী যুগে (তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ী যুগে) মুতাওয়াতিরের মতো ব্যাপক প্রচার লাভ করেছে। এটি অন্তরে প্রশান্তি (তুতমানিনাহ) সৃষ্টি করে।

৩. খবরে ওয়াহেদ (خبر الواحد): যা মুতাওয়াতির বা মাশহুর পর্যায়ে পৌঁছায়নি। একে খবরে আহাদও বলা হয়।

প্রশ্ন-৬: জ্ঞান ও আমল প্রদানের ক্ষেত্রে 'খবরে ওয়াহেদ'-এর বিধান কী?

٦ -ما حكم "خبر الواحد" في إفادة العلم والعمل؟

উত্তর:

ভূমিকা:

হাদিস শরীফের বিশাল ভাণ্ডারের অধিকাংশ হাদিসই 'খবরে ওয়াহেদ' বা একক বর্ণনার হাদিস। ফিকহী বিধান প্রণয়নে এর অবস্থান ও গুরুত্ব জানা জরুরি।

১. জ্ঞান (ইলম) প্রদানের ক্ষেত্রে বিধান:

খবরে ওয়াহেদ 'ইলমে ইয়াকিন' বা অকাট্য ও নিশ্চিত জ্ঞান দান করে না। এটি 'ইলমে জন্নী' (العلم الظني) বা প্রবল ধারণা সৃষ্টি করে। অর্থাৎ এটি সত্য হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু ভুলের সামান্য সম্ভাবনাও থাকে।

- তাই খবরে ওয়াহেদ দ্বারা আকিদাগত মৌলিক বিষয় (যেমন ঈমানের রুকন) সাব্যস্ত হয় না।
- এর অস্বীকারকারীকে কাফের বলা যায় না।

২. আমল (কার্যক্ষেত্র) প্রদানের ক্ষেত্রে বিধান:

শরিয়তের ব্যবহারিক বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে খবরে ওয়াহেদ দ্বারা আমল করা ওয়াজিব (আবশ্যক), যদি বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত (আদিল), জ্ঞানসম্পন্ন এবং হাদিসটি সনদের দিক দিয়ে সহীহ হয়।

ইমাম বাযদাবী (র- বলেন:

خَبَرُ الْوَاحِدِ يُوجِبُ الْعَمَلَ وَلَا يُوجِبُ الْعِلْمَ الْيَقِينِيَّ

অর্থ: "খবরে ওয়াহেদ আমল করা ওয়াজিব করে, কিন্তু অকাট্য জ্ঞান (ইলমে ইয়াকিন) ওয়াজিব করে না।" [6]

রাসূলুল্লাহ (সা- মুয়াজ বিন জাবাল (রা--কে একা ইয়ামেনে পাঠিয়েছিলেন, যা প্রমাণ করে একজনের খবর বা নির্দেশ আমলের জন্য যথেষ্ট।

প্রশ্ন-৭: উসূলী পরিভাষায় 'সুন্নাহ'-এর সংজ্ঞা দাও এবং এর মৌলিক প্রকারগুলো উল্লেখ কর।

٧ -عرف "السنة" في الأصطلاح الأصولي - واذكر أنواعها الأساسية.

উত্তর:

ভূমিকা:

কুরআনের পরেই শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস হলো সুন্নাহ। সুন্নাহ ছাড়া কুরআনের সংক্ষিপ্ত বিধানের বিস্তারিত রূপ ও প্রয়োগ জানা অসম্ভব।

সুন্নাহর সংজ্ঞা (تعريف السنة):

- **আভিধানিক অর্থ:** সুন্নাহ অর্থ পথ, পদ্ধতি, রীতিনীতি বা জীবন ব্যবস্থা।
- পারিভাষিক সংজ্ঞা: উসূলবিদগণের মতে:

السُّنَّةُ هِيَ مَا صَدَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ

অর্থ: "রাসূলুল্লাহ (সা- থেকে কথা (কওল), কাজ (ফিল) এবং সমর্থন (তাকরির) হিসেবে যা কিছু প্রকাশিত হয়েছে, তাকে সুন্নাহ বলা হয়।" [7]

সুন্নাহর মৌলিক প্রকারভেদ:

ধরণ বা প্রকৃতির দিক থেকে সুন্নাহ তিন প্রকার:

১. সুন্নাহে কওলী (السنة القولية): রাসূল (সা--এর মুখনিঃসৃত বাণী বা নির্দেশ। যেমন: রাসূল (সা- বলেছেন, "নিশ্চয়ই আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।"

২. সুন্নাহে ফে'লী (السنة الفعلية): রাসূল (সা--এর কৃত কাজ। যেমন: তিনি যেভাবে নামাজ পড়েছেন বা হজ করেছেন। রাসূল (সা- বলেন: "তোমরা সেভাবে নামাজ পড়, যেভাবে আমাকে নামাজ পড়তে দেখেছ।"

৩. সুন্নাহে তাকরীরী (السنة التقريرية): সাহাবীগণের কোনো কাজ দেখে রাসূল (সা- চুপ ছিলেন বা নিষেধ করেননি, বরং মৌন সম্মতি দিয়েছেন।

দলিল:

রাসূলুল্লাহ (সা- সুন্নাহর গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ

অর্থ: "আমি তোমাদের মাঝে দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি, যা আঁকড়ে ধরলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না: আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাহ।" (মুয়াত্তা মালিক)

প্রশ্ন-৮: রাবীদের (বর্ণনাকারীদের) খবরে গ্রহণযোগ্যতার জন্য তাঁদের মধ্যে কী কী গুণাবলি বিবেচনা করা হয়?

٨ -ما هي الصفات التي تعتبر في الرواة القبول خبرهم؟

উত্তর:

ভূমিকা:

যেকোনো সংবাদ বা হাদিস গ্রহণ করার আগে সংবাদদাতার যোগ্যতা যাচাই করা জরুরি। উসূলুল ফিকহে একে 'শুরুতুর রাবী' (شروط الراوي) বলা হয়।

রাবীর গুণাবলি:

ইমাম বাযদাবী (র--এর মতে, একজন রাবীর খবর গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য তার মধ্যে ৪টি মৌলিক গুণ থাকা আবশ্যক৪:

১. ইসলাম (الإسلام): রাবীকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে। কাফেরের বর্ণনা শরিয়তের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ বলেন: "হে মুমিনগণ! যদি কোনো ফাসিক তোমাদের কাছে খবর নিয়ে আসে..." (হুজুরাত: ৬)। কাফেররা ফাসিকের চেয়েও অধম।

২. আকল (العقل): রাবীকে সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী বা বিবেকবান হতে হবে। পাগলের বা মাতালের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।

৩. দবত (الضبط) বা সংরক্ষণ ক্ষমতা: রাবীর স্মরণশক্তি বা লেখার মাধ্যমে হাদিস সংরক্ষণের পূর্ণ যোগ্যতা থাকতে হবে। তিনি যা শুনেছেন, তা অবিকল মনে রাখা বা লিখে রাখার ক্ষমতা থাকতে হবে এবং বর্ণনার সময় তা সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

৪. আদালত (العدالة) বা ন্যায়পরায়ণতা: রাবীকে পরহেজগার ও তাকওয়াবান হতে হবে। তিনি কবিরা গুনাহ থেকে মুক্ত থাকবেন এবং সগিরা গুনাহে অভ্যস্ত হবেন না। তার দ্বীনদারী তার প্রবৃত্তির চেয়ে প্রবল হতে হবে।

এছাড়াও রাবীকে **বালেগ (প্রাপ্তবয়স্ক)** হতে হবে। তবে নাবালক অবস্থায় শুনে বালেগ হওয়ার পর বর্ণনা করলে তা গ্রহণযোগ্য।

প্রশ্ন-৯: উসুলী পরিভাষায় 'যাহের' ও 'নস'-এর সংজ্ঞা সংক্ষেপে দাও।
٩ -عرف "الظاهر" و"النص" في الاصطلاح الأصولي مع إيجاز.

উত্তর:

ভূমিকা:

শব্দের অর্থ প্রকাশের স্পষ্টতার (Wadahah) দিক থেকে হানাফী উসূলবিদগণ শব্দকে চার ভাগে ভাগ করেছেন: যাহের, নস, মুফাসসার ও মুহকাম। এখানে প্রথম দুটি আলোচনা করা হলো।

১. যাহের (الظاهر):

- **সংজ্ঞা:** যে শব্দের অর্থ শ্রোতার কাছে বাহ্যিকভাবেই স্পষ্ট হয়ে যায়, চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন হয় না; কিন্তু বক্তা মূলত সেই অর্থটি বোঝানোর জন্যই কথাটি বলেননি (অর্থাৎ এটি বক্তার মূল উদ্দেশ্য বা 'মাকসুদ আসলি' নয়)। [9]
- উদাহরণ: আল্লাহ বলেন:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

অর্থ: "আর আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।"

এখানে 'যাহের' অর্থ হলো—ব্যবসা হালাল হওয়া। কিন্তু আয়াতের মূল উদ্দেশ্য এটি নয়, বরং কাফেরদের কথার প্রতিবাদ করা।

২. নস (النص):

- **সংজ্ঞা:** যে শব্দের অর্থ সুস্পষ্ট এবং বক্তা বিশেষভাবে সেই অর্থটি বোঝানোর জন্যই কথাটি বলেছেন (মাকসুদ লি-আজলিহিল কালাম)। এর স্পষ্টতা 'যাহের'-এর চেয়ে বেশি। [10]
- **উদাহরণ:** উপরের আয়াতে *"ব্যবসা হালাল এবং সুদ হারাম"*—এই পার্থক্যটি ফুটিয়ে তোলাই হলো আয়াতের 'নস' বা মূল উদ্দেশ্য।

পার্থক্য:

'যাহের' ও 'নস' উভয়ের অর্থই স্পষ্ট, তবে 'নস'-এর ক্ষেত্রে বক্তার 'সিয়াকুল কালাম' বা কথার মূল উদ্দেশ্য থাকে, যা 'যাহের'-এ গৌণ থাকে। তাই এই দুটির মধ্যে বিরোধ হলে 'নস' কে 'যাহের'-এর ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়।

প্রশ্ন-১০: হানাফীদের নিকট কি মুতাওয়াতির সুন্নাহ দ্বারা কিতাব (কুরআন) নাসখ করা জায়েয?
١٠ -هل يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة عند الحنفية؟

উত্তর:

ভূমিকা:

নাসখ (النسخ) বা রহিতকরণ শরিয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কুরআনের কোনো আয়াত কি হাদিস দ্বারা রহিত হতে পারে? এ নিয়ে ইমামগণের মতভেদ আছে।

হানাফীদের অভিমত:

হানাফী মাযহাব মতে, মুতাওয়াতির সুন্নাহ দ্বারা কুরআনের আয়াত নাসখ করা জায়েজ। 11

উসূলের কিতাবে বর্ণিত আছে:

يَجُوزُ نَسْخُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ، وَنَسْخُ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ، وَنَسْخُ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ

অর্থ: "কিতাব দ্বারা কিতাব নাসখ করা, কিতাব দ্বারা সুন্নাহ নাসখ করা এবং মুতাওয়াতির সুন্নাহ দ্বারা কিতাব নাসখ করা জায়েজ।"

যুক্তি ও দলিল:

১. কুরআন এবং মুতাওয়াতির সুন্নাহ—উভয়ই 'কুতিঈ' (অকাট্য) দলিল। জ্ঞানের স্তরের দিক থেকে উভয়ই সমান। তাই সমমানের দলিল দ্বারা একে অপরকে নাসখ করা যুক্তিযুক্ত ও বৈধ।
২. আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন, রাসূল (সা- নিজের থেকে কিছু বলেন না, যা বলেন তা ওহী। তাই সুন্নাহও এক প্রকার ওহী (ওহী গায়ের মাতলু)।
শর্ত:
হানাফীদের মতে, সুন্নাহটি অবশ্যই 'মুতাওয়াতির' বা 'মাশহুর' হতে হবে। 'খবরে ওয়াহেদ' দ্বারা কুরআন নাসখ করা জায়েজ নেই, কারণ খবরে ওয়াহেদ হলো 'জন্নী' (ধারণাপ্রসূত), আর কুরআন হলো 'কুতিঈ' (অকাট্য)। দুর্বল দলিল দিয়ে শক্তিশালী দলিল রহিত করা যায় না।
উদাহরণ:
কুরআনে ওয়ারিশদের জন্য ওসিয়ত করার আয়াত (সূরা বাকারা: ১৮০) হাদিসে মুতাওয়াতির "লা ওসিয়্যাতা লি-ওয়ারিসিন" (ওয়ারিশের জন্য কোনো ওসিয়ত নেই) দ্বারা মানসুখ বা রহিত হয়েছে।
আপনার নির্দেশনা অনুযায়ী 'উসূলুল বাযদাভী' কিতাবের প্রশ্নগুলোর ধারাবাহিক উত্তরের ২য় অংশ (প্রশ্ন ১১-২০) নিচে দেওয়া হলো। এখানে প্রথমে বাংলা প্রশ্ন, এরপর ব্র্যাকেটে আরবি প্রশ্ন এবং পরবর্তী লাইনে বিস্তারিত উত্তর দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন-১১: ইমাম বাযদাবী কর্তৃক উল্লিখিত শব্দের নির্দেশনা বা অর্থের চারটি স্তর কী কী?
١١ -ما هي مراتب دلالة اللفظ الأربعة التي ذكرها البزدوي؟

উত্তর:
ভূমিকা:
শব্দের অর্থ প্রকাশের স্পষ্টতা বা অস্পষ্টতার ওপর ভিত্তি করে উসূলবিদগণ শব্দকে কয়েক ভাগে ভাগ করেছেন। ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদাবী (র- 'স্পষ্টতার' (Wadahah) দিক থেকে শব্দের চারটি স্তর উল্লেখ করেছেন।
অর্থের স্পষ্টতার চারটি স্তর (مراتب الوضوح):
১. যাহের (الظاهر): যার অর্থ শোনার সাথে সাথেই বোঝা যায়, কোনো চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন হয় না। তবে বক্তার কথার মূল উদ্দেশ্য এটি নয়।
২. নস (النص): যার অর্থ সুস্পষ্ট এবং বক্তা বিশেষভাবে সেই অর্থটি বোঝানোর জন্যই কথাটি বলেছেন। এর স্পষ্টতা 'যাহের'-এর চেয়ে বেশি।
৩. মুফাসসার (المفسر): যার অর্থ এতটাই সুস্পষ্ট যে, তাতে অন্য কোনো ব্যাখ্যার বা তাবিলের (Taweel) অবকাশ থাকে না। তবে এটি নাসখ (রহিত) হওয়ার সম্ভাবনা রাখে।
৪. মুহকাম (المحكم): এটি স্পষ্টতার সর্বোচ্চ স্তর। এর অর্থ অকাট্য এবং এতে তাবিল বা নাসখ কোনোটিরই সম্ভাবনা নেই।
উসূলী মূলনীতি:
বিরোধের সময় নিচের স্তর থেকে উপরের স্তর শক্তিশালী হয়। অর্থাৎ:
الظَّاهِرُ يَقَعُ تَبَعًا لِلنَّصِّ، وَالنَّصُّ لِلْمُفَسِّرِ، وَالْمُفَسَّرُ لِلْمُحْكَمِ
অর্থ: "যাহের নসের অনুগামী হয়, নস মুফাসসারের অনুগামী হয় এবং মুফাসসার মুহকামের অনুগামী হয়।" [1]

প্রশ্ন-১২: উসূলী পরিভাষায় 'যাহির' ও 'নস'-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

١٢ -ما الفرق بين "الظاهر" و"النص" في الاصطلاح الأصولي؟

উত্তর:

ভূমিকা:

'যাহের' এবং 'নস'—উভয় প্রকার শব্দই সুস্পষ্ট অর্থ প্রদান করে। কিন্তু শরিয়তের বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে দুটির মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে, যা জানা মুজতাহিদের জন্য জরুরি।

পার্থক্যসমূহ:

বিষয়	যাহের (الظاهر)	নস (النص)
১. সংজ্ঞা	যে শব্দের অর্থ বাহ্যিকভাবেই স্পষ্ট, কিন্তু বক্তার কথার মূল উদ্দেশ্য তা নয়।	যে শব্দের অর্থ সুস্পষ্ট এবং বক্তা সেই অর্থ বোঝানোর জন্যই কথাটি বলেছেন।
২. সিয়াকুল কালাম	এর জন্য 'সিয়াকুল কালাম' বা কথার প্রসঙ্গ টানা হয়নি। (لم يسق الكلام لأجله)	এর জন্য 'সিয়াকুল কালাম' বা কথার প্রসঙ্গ টানা হয়েছে। (سيق الكلام لأجله)
৩. প্রাধান্য	নসের তুলনায় এটি দুর্বল।	যাহেরের তুলনায় এটি শক্তিশালী।
৪. উদাহরণ	*"আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন"*—এখানে 'ব্যবসা হালাল' হওয়াটা যাহের।	*"ব্যবসা ও সুদের মধ্যে পার্থক্য আছে"*—এটি বোঝানোই এই আয়াতের নস বা মূল উদ্দেশ্য।

হুকুম:

উভয়টি আমল করা ওয়াজিব। তবে বিরোধের সময় 'নস' কে 'যাহের'-এর ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়।

প্রশ্ন-১৩: সংক্ষেপে 'মুহকাম' ও 'মুতাশাবিহ'-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

١٣ -ما الفرق بين المحكم" و"المتشابه باختصار؟

উত্তর:

ভূমিকা:

কুরআনের আয়াতসমূহ স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতার বিচারে মুহকাম ও মুতাশাবিহ—এই দুই ভাগে বিভক্ত। আল্লাহ তাআলা সূরা আলে ইমরানে এর উল্লেখ করেছেন।

পার্থক্যসমূহ:

১. **মুহকাম (المحكم):**

- **সংজ্ঞা:** মুহকাম হলো স্পষ্টতার সর্বোচ্চ স্তর। এর অর্থ অকাট্য এবং এতে কোনো পরিবর্তন, তাবিল বা নাসখ (রহিতকরণ)-এর সম্ভাবনা নেই।
- **হুকুম:** এর ওপর ঈমান আনা এবং আমল করা অকাট্যভাবে ফরজ। এটি শরিয়তের মূল ভিত্তি (উম্মুল কিতাব)।
- **আরবি সংজ্ঞা:**

مَا لَا يَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَالتَّبْدِيلَ
(যা নাসখ ও পরিবর্তনের সম্ভাবনা রাখে না)।

২. **মুতাশাবিহ (المتشابه):**

- **সংজ্ঞা:** মুতাশাবিহ হলো অস্পষ্টতার সর্বোচ্চ স্তর। এর প্রকৃত অর্থ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেন না। মানুষের জ্ঞান দ্বারা এর মর্মার্থ উদ্ধার করা সম্ভব নয়।

- **হুকুম:** এর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, আল্লাহ যা উদ্দেশ্য করেছেন তা সত্য; কিন্তু এর ব্যাখ্যা খোঁজা বা আমল করা যাবে না।
- **আরবি সংজ্ঞা:**

مَا لَا يُرْجَى بَيَانُ مُرَادِهِ لِشِدَّةِ خَفَائِهِ
(অত্যধিক অস্পষ্টতার কারণে যার মর্মার্থ প্রকাশের আশা করা যায় না)।

- **উদাহরণ:** কুরআনের শুরুতে হুরুফে মুকাত্তাআত (যেমন: الم، كهيعص) এবং আল্লাহর হাত, পা বা চেহারা সংক্রান্ত আয়াতসমূহ। [3]

প্রশ্ন-১৪: 'মুফাসসার' ও 'মুজমাল'-এর সংজ্ঞা কী?

١٤ - ما هو تعريف "المفسر" و"المجمل"؟

উত্তর:

ভূমিকা:

মুফাসসার হলো স্পষ্টতার একটি স্তর, আর মুজমাল হলো অস্পষ্টতার একটি স্তর। একটির অর্থ ব্যাখ্যার মুখাপেক্ষী নয়, অন্যটি ব্যাখ্যার ওপর নির্ভরশীল।

১. মুফাসসার-এর সংজ্ঞা (تعريف المفسر):

- মুফাসসার (المفسر) হলো এমন শব্দ, যার অর্থ নিজেই এত সুস্পষ্ট যে, এতে কোনো তাবিল (ভিন্ন ব্যাখ্যা) বা বিশেষায়নের (Takhsis) অবকাশ থাকে না। তবে এটি নাসখ (রহিত) হওয়ার সম্ভাবনা রাখে।
- **উদাহরণ:** কুরআনে ব্যভিচারের শাস্তির আয়াতে '১০০ বেত্রাঘাত' (مِائَةَ جَلْدَةٍ) বলা হয়েছে। এখানে '১০০' সংখ্যাটি মুফাসসার, কারণ এর কম-বেশি কোনো ব্যাখ্যা হতে পারে না।

২. মুজমাল-এর সংজ্ঞা (تعريف المجمل):

- মুজমাল (المجمل) হলো এমন শব্দ, যার অর্থ অস্পষ্ট এবং বক্তার (আল্লাহ বা রাসূল) ব্যাখ্যা ছাড়া তার মর্মার্থ বোঝা সম্ভব নয়। এর আভিধানিক অর্থ একাধিক হতে পারে, অথবা এটি এমন কোনো নতুন পরিভাষা যা আগে পরিচিত ছিল না।
- **উদাহরণ:** 'সালাত' (الصلاة), 'যাকাত' (الزكاة), 'রিবা' (الربا)। এগুলোর আভিধানিক অর্থ এক রকম, কিন্তু শরিয়ত এগুলোকে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছে যা রাসূল (সা--এর ব্যাখ্যা ছাড়া বোঝা সম্ভব ছিল না। [4]

প্রশ্ন-১৫: 'খফী' ও 'মুশকিল'-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

١٥ -ما الفرق بين "الخفي" و"المشكل"؟

উত্তর:

ভূমিকা:

অস্পষ্টতার (Obscurity) দিক থেকে শব্দের চারটি স্তর রয়েছে: খফী, মুশকিল, মুজমাল ও মুতাশাবিহ। এর মধ্যে খফী ও মুশকিল হলো প্রাথমিক দুটি স্তর।

পার্থক্যসমূহ:

১. খফী (الخفي):

- **কারণ:** শব্দটির নিজস্ব অর্থে কোনো অস্পষ্টতা নেই, কিন্তু বাহ্যিক কোনো কারণ বা প্রয়োগক্ষেত্রের ভিন্নতার কারণে এর প্রয়োগে অস্পষ্টতা তৈরি হয়। (خَفَاءٌ لِعَارِضٍ فِي غَيْرِ الصِّيغَةِ).

- **উদাহরণ:** 'চোর' (سارق) শব্দটি স্পষ্ট। কিন্তু 'পকেটমার' বা 'কাফন চোর'—এদেরকে 'চোর' বলা যাবে কি না, তা নিয়ে অস্পষ্টতা তৈরি হয়। কারণ তাদের কাজের ধরণ সাধারণ চুরির চেয়ে ভিন্ন।
- **সমাধান:** ইজতিহাদ বা চিন্তাভাবনা করে এর সমাধান করা যায়।

২. **মুশকিল (المشكل):**

- **কারণ:** শব্দটির নিজস্ব গঠন বা একাধিক অর্থের কারণে অস্পষ্টতা তৈরি হয়। (خَفَاءٌ فِي نَفْسِ اللَّفْظِ). শ্রোতা বুঝতে পারে না বক্তা কোন অর্থটি উদ্দেশ্য করেছেন।
- **উদাহরণ:** 'কুরূ' (قُرْء) শব্দটি দ্বারা 'হায়েজ' (মাসিক) ও 'তুহুর' (পবিত্রতা)—উভয়ই বোঝায়। এখানে কোনটি উদ্দেশ্য, তা নির্ণয় করা মুশকিল।
- **সমাধান:** গভীর চিন্তা-ভাবনা এবং দলিলের সাহায্য (ক্বরিনা) নিয়ে এর অর্থ নির্ধারণ করতে হয়। এটি খফী-এর চেয়ে বেশি অস্পষ্ট। [5]

প্রশ্ন-১৬: 'মুজমাল'-এর সংজ্ঞা কী এবং বিধান প্রদানে এর হুকুম কী?

١٦ -ما هو تعريف "المجمل" وما حكمه في إفادة الحكم؟

উত্তর:

ভূমিকা:

মুজমাল হলো অস্পষ্ট শব্দের তৃতীয় স্তর। শরিয়তের অনেক মৌলিক পরিভাষা মুজমাল হিসেবে এসেছে এবং পরে সুন্নাহ দ্বারা স্পষ্ট হয়েছে।

মুজমাল-এর সংজ্ঞা:

ইমাম বাযদাবী (র- বলেন:

الْمُجْمَلُ مَا لَا يُدْرَكُ الْمُرَادُ مِنْهُ إِلَّا بِبَيَانٍ مِنْ قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ

অর্থ: "মুজমাল হলো এমন শব্দ, যার উদ্দেশ্য বক্তার (আল্লাহ বা রাসূলের) ব্যাখ্যা (বয়ান) ছাড়া অনুধাবন করা যায় না।"

মুজমাল-এর হুকুম (الحكم):

মুজমাল শব্দের হুকুম হলো:

১. এর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা যে, বক্তা যা উদ্দেশ্য করেছেন তা সত্য।

২. এর ওপর আমল করার ব্যাপারে 'তাওয়াক্কুফ' (التوقف) বা অপেক্ষা করা, যতক্ষণ না বক্তার পক্ষ থেকে ব্যাখ্যামূলক দলিল (বয়ান) পাওয়া যায়।

৩. ব্যাখ্যা আসার পর তা মুফাসসার বা সুস্পষ্ট বিধান হিসেবে গণ্য হবে এবং তখন আমল করা ওয়াজিব হবে।

উদাহরণ: কুরআনে বলা হয়েছে *"হক্কুহু"* (তার হক আদায় কর)। কিন্তু ফসলের হক কতটুকু (১০% নাকি ৫%) তা রাসূল (সা--এর ব্যাখ্যা দ্বারা স্পষ্ট হয়েছে। [6]

প্রশ্ন-১৭: স্পষ্টতার স্তর অনুযায়ী 'খাফী' ও 'মুজমাল'-এর মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা কর।

١٧ -بين الفرق بين "الخفي" و"المجمل" في مراتب الوضوح.

উত্তর:

ভূমিকা:

শব্দের অস্পষ্টতা বা খফা (خفاء)-এর চারটি স্তরের মধ্যে খফী হলো সর্বনিম্ন এবং মুজমাল হলো তৃতীয় স্তর। অর্থাৎ মুজমাল খফী-এর চেয়ে অনেক বেশি অস্পষ্ট।

পার্থক্যসমূহ:

বিষয়	খফী (الخفي)	মুজমাল (المجمل)
১. অস্পষ্টতার কারণ	এর অস্পষ্টতা শব্দের নিজের মধ্যে নয়, বরং বাহ্যিক কোনো কারণে (Li-Aridin) সৃষ্টি হয়।	এর অস্পষ্টতা শব্দের নিজস্ব গঠন বা অর্থের কারণেই (Fi Nafsil Lafz) হয়।
২. অস্পষ্টতার মাত্রা	এটি অস্পষ্টতার প্রাথমিক ও হালকা স্তর।	এটি অস্পষ্টতার কঠিন ও জটিল স্তর।
৩. দূর করার উপায়	আলেম বা মুজতাহিদের সামান্য ইজতিহাদ ও চিন্তা-ভাবনা দ্বারাই এর অস্পষ্টতা দূর করা সম্ভব।	বক্তার (আল্লাহর) পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা (Bayan) ছাড়া এর অস্পষ্টতা দূর করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।
৪. উদাহরণ	'চোর' শব্দের অধীনে 'পকেটমার' পড়বে কি না।	'রিবা' (সুদ) শব্দটি, যার সংজ্ঞা শরিয়ত ছাড়া বোঝা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন-১৮: শব্দ ব্যবহারে 'ইতলাক' (অ-শর্তযুক্ত) ও 'তাকয়ীদ' (শর্তযুক্ত)-এর সংজ্ঞা কী?

١٨ -ما هو تعريف "الإطلاق" و"التقييد" في استعمال اللفظ؟

উত্তর:

ভূমিকা:

শব্দের ব্যবহার ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে 'ইতলাক' ও 'তাকয়ীদ' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি পরিভাষা। ফিকহী বিধান নির্ণয়ে এগুলো বড় ভূমিকা রাখে।

১. ইতলাক (الإطلاق) বা মুতলাক (المطلق):

- **সংজ্ঞা:** যে শব্দ তার নিজস্ব সত্তার ওপর প্রমাণ বহন করে কোনো প্রকার শর্ত বা গুণ (Qayd) ছাড়া। অর্থাৎ শব্দটি তার জাতি বা শ্রেণীর মধ্যে যেকোনো একটিকে বোঝায়, নির্দিষ্ট কাউকে নয়।
- **আরবি সংজ্ঞা:**

الْمُطْلَقُ هُوَ اللَّفْظُ الْخَاصُّ الَّذِي دَلَّ عَلَى الذَّاتِ بِلَا قَيْدٍ

- **উদাহরণ:** *"ফাতাহরিরু রাকাবাতিন"* (একটি দাস মুক্ত কর)। এখানে যেকোনো দাস (মুমিন বা কাফের) মুক্ত করলেই বিধান আদায় হবে, কারণ 'দাস' শব্দটি মুতলাক বা নিঃশর্তভাবে এসেছে।

২. তাকয়ীদ (التقييد) বা মুকাইয়্যাদ (المقيد):

- **সংজ্ঞা:** যে শব্দ তার সত্তার ওপর প্রমাণ বহন করে কোনো অতিরিক্ত শর্ত বা গুণের সাথে যুক্ত হয়ে।

- **উদাহরণ:** *"ফাতাহরিরু রাকাবাতিন মুমিনাতিন"* (একটি মুমিন দাস মুক্ত কর)। এখানে 'মুমিন' গুণের মাধ্যমে দাসকে শর্তযুক্ত (Taqyid) করা হয়েছে। এখন কাফের দাস মুক্ত করলে হবে না। [৪]

প্রশ্ন-১৯: 'হাকীকত' (আভিধানিক অর্থ) ও 'মাজায' (রূপক অর্থ)-এর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কী?
١٩ -ما الفرق الجوهري بين "الحقيقة" و"المجاز"؟

উত্তর:

ভূমিকা:

শব্দের ব্যবহারিক দিক থেকে (ইস্তেমাল) শব্দ দুই প্রকার: হাকীকত ও মাজায। উসূলুল ফিকহে এই দুটির পার্থক্য নির্ণয় করা জরুরি, কারণ একই সময়ে একটি শব্দের হাকীকত ও মাজায উভয় অর্থ গ্রহণ করা যায় না।

পার্থক্যসমূহ:

বিষয়	হাকীকত (الحقيقة)	মাজায (المجاز)
১. সংজ্ঞা	যে শব্দকে সেই অর্থেই ব্যবহার করা হয়, যেই অর্থের জন্য তাকে মূলত গঠন (Wada') করা হয়েছে।	যে শব্দকে তার মূল অর্থের পরিবর্তে অন্য কোনো অর্থে ব্যবহার করা হয়, কোনো সম্পর্কের (Alaqah) ভিত্তিতে।
২. আসল/নকল	এটি শব্দের আসল বা মূল ব্যবহার।	এটি শব্দের নকল বা গৌণ ব্যবহার।
৩. শর্ত	এর জন্য কোনো শর্ত বা দলিলের প্রয়োজন নেই।	মাজায গ্রহণের জন্য অবশ্যই কোনো 'ক্বরিনা' (Qarinah) বা ইঙ্গিত থাকতে হবে যা মূল অর্থ গ্রহণে বাধা দেয়।
৪. উদাহরণ	'আসাদ' (সিংহ) দ্বারা বনের পশু বোঝানো।	'আসাদ' (সিংহ) দ্বারা সাহসী মানুষ বোঝানো।

হুকুম:

হাকীকত সম্ভব হলে মাজায গ্রহণ করা জায়েজ নয়। অর্থাৎ:

إِذَا أَمْكَنَ الْعَمَلُ بِالْحَقِيقَةِ سَقَطَ الْمَجَازُ

(যখন হাকীকতের ওপর আমল করা সম্ভব হয়, তখন মাজায বাতিল হয়ে যায়)। [৯]

প্রশ্ন-২০: এমন দুটি ক্ষেত্র উল্লেখ কর যেখানে 'হাকীকত'কে পরিত্যাগ করে 'মাজায' গ্রহণ করা হয়।
٢٠ -اذكر حالتين تترك فيهما "الحقيقة" ويصار إلى المجاز-

উত্তর:

ভূমিকা:

সাধারণ নিয়ম হলো শব্দের আসল বা হাকীকী অর্থ গ্রহণ করা। কিন্তু কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে হাকীকতকে বর্জন করে মাজায বা রূপক অর্থ গ্রহণ করা ওয়াজিব হয়ে দাঁড়ায়। ইমাম বাযদাবী (র- এমন পরিস্থিতির উল্লেখ করেছেন।

হাকীকত বর্জনের ক্ষেত্রসমূহ:

১. হাকীকত অসম্ভব হলে (تعذر الحقيقة):

যখন শব্দের মূল বা হাকীকী অর্থের ওপর আমল করা বাস্তবে বা শরিয়তের দৃষ্টিতে অসম্ভব হয়।

- **উদাহরণ:** কেউ কসম করল, *"আমি এই গাছটি খাব না।"* গাছের কাঠ বা শিকড় খাওয়া মানুষের পক্ষে অসম্ভব বা অস্বাভাবিক। তাই এখানে হাকীকত বর্জন করে মাজাযী অর্থ অর্থাৎ 'গাছের ফল' খাওয়া উদ্দেশ্য নেওয়া হবে।

২. প্রচলিত প্রথার কারণে হাকীকত পরিত্যক্ত হলে (ترك الحقيقة بدلالة العرف):
যখন কোনো শব্দের হাকীকী অর্থ সমাজে প্রচলিত থাকে না, বরং মানুষ শব্দটি শুনে অন্য অর্থ বোঝে।

- **উদাহরণ:** কেউ কসম করল, *"আমি এই ডেকচি থেকে খাব না।"* হাকীকী অর্থে ডেকচি (পাত্র) খাওয়া উদ্দেশ্য নয়, বরং মাজাযী অর্থে 'ডেকচির রান্না করা খাবার' খাওয়া উদ্দেশ্য। এখানে উরফ বা প্রথার কারণে হাকীকত (পাত্র চিবিয়ে খাওয়া) বর্জন করা হয়েছে।

উসূলী কায়দা:
اَلْحَقِيقَةُ تُتْرَكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ
অর্থ: "অভ্যাস বা প্রথার ইঙ্গিতের কারণে হাকীকত বর্জন করা হয়।" [10]

প্রশ্ন-২১: পারিভাষিক অর্থে "লাফজে মুশতারাক" দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? এবং এর বিধান কী?
٢١ -ما المراد بـ "اللفظ المشترك" اصطلاحا؟ وما حكمه؟

উত্তর:
ভূমিকা:
শব্দের অর্থের অস্পষ্টতা বা ব্যাপকতার ওপর ভিত্তি করে উসূলবিদগণ শব্দকে কয়েক ভাগে ভাগ করেছেন। এর মধ্যে 'মুশতারাক' হলো এমন শব্দ যার একাধিক অর্থ রয়েছে। ফিকহী বিধান নির্ণয়ে এর সঠিক অর্থ নির্ধারণ করা অত্যন্ত জরুরি।

১. মুশতারাক-এর সংজ্ঞা (تعريف المشترك):
পারিভাষিক অর্থে, 'মুশতারাক' হলো এমন শব্দ যা একাধিক ভিন্ন ভিন্ন অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে এবং প্রতিটি অর্থের জন্যই শব্দটি সমানভাবে প্রযোজ্য। শ্রোতা তাৎক্ষণিকভাবে বুঝতে পারে না যে, বক্তা কোন অর্থটি উদ্দেশ্য করেছেন।
ইমাম বাযদাবী (র- বলেন:
اَلْمُشْتَرَكُ مَا احْتَمَلَ وُجُوهًا مُخْتَلِفَةً بِأَوْضَاعٍ مُتَعَدِّدَةٍ
অর্থ: "মুশতারাক হলো এমন শব্দ, যা ভিন্ন ভিন্ন গঠনের কারণে একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রাখে।"
উদাহরণ:
আরবি শব্দ 'আইন' (عَيْن)। এর অর্থ চোখ, পানির ঝর্ণা, স্বর্ণ, বা গুপ্তচর হতে পারে।
কুরআনের উদাহরণ: 'কুরূ' (قُرْء) শব্দটি। আল্লাহ বলেন: "তালাকপ্রাপ্তা নারীরা তিন 'কুরূ' পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।" এখানে 'কুরূ' দ্বারা হায়েজ (মাসিক) ও তুহুর (পবিত্রতা)—উভয় অর্থই হতে পারে।
২. মুশতারাক-এর বিধান (حكم المشترك):
মুশতারাক শব্দের বিধান হলো 'তাওয়াক্কুফ' (التوقف) বা অপেক্ষা করা। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো আলামত বা দলিল (ক্বরিনা) দ্বারা কোনো একটি অর্থ নির্দিষ্ট না হয়, ততক্ষণ এর ওপর আমল স্থগিত থাকবে।

- যখন ইজতিহাদ বা চিন্তাভাবনার মাধ্যমে কোনো একটি অর্থ প্রবল মনে হবে (যন্নে গালিব), তখন সেই অর্থের ওপর আমল করা ওয়াজিব হবে এবং অন্য অর্থগুলো বাতিল হয়ে যাবে।

প্রশ্ন-২২: শরীয়তের পরিভাষায় 'মুআউয়াল'-এর সংজ্ঞা দাও এবং তা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য কী কী শর্ত রয়েছে?

٢٢ -عرف "المؤول" شرعا - وما هي شروط قبوله؟

উত্তর:

ভূমিকা:

যখন কোনো 'মুশতারাক' (একাধিক অর্থবোধক) বা 'যাহের' শব্দের একাধিক অর্থের মধ্য থেকে কোনো একটিকে নির্দিষ্ট করা হয়, তখন সেই নির্ধারিত অর্থটিকে 'মুআউয়াল' বলা হয়।

১. মুআউয়াল-এর সংজ্ঞা (تعريف المؤول):

'মুআউয়াল' (المؤول) অর্থ হলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে বা ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

উসূলী পরিভাষায়:

الْمُؤَوَّلُ هُوَ مَا تَرَجَّحَ أَحَدُ مَعَانِيهِ الْمُحْتَمَلَةِ بِغَالِبِ الرَّأْيِ

অর্থ: "মুআউয়াল হলো এমন শব্দ, যার একাধিক সম্ভাব্য অর্থের মধ্য থেকে কোনো একটি অর্থকে প্রবল ধারণার (যন্নে গালিব) ভিত্তিতে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।"

উদাহরণ:

হাদিসে বলা হয়েছে, "সালাতে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব।" হানাফী মাযহাবে এর ব্যাখ্যা (তাবীল) করা হয়েছে যে, এই ওয়াজিব দ্বারা 'ফরজ' নয়, বরং 'ওয়াজিব' (ফরজের চেয়ে নিম্নস্তর) উদ্দেশ্য। এটি একটি মুআউয়াল হুকুম।

২. গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত (شروط القبول):

মুআউয়াল বা ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত হলো:

- **দলিলের ভিত্তি:** ব্যাখ্যাটি অবশ্যই কোনো শরিয়তের দলিল বা যুক্তিসঙ্গত প্রমাণের (কিয়াস বা ইজতিহাদ) ভিত্তিতে হতে হবে। নিছক প্রবৃত্তির অনুসরণে ব্যাখ্যা করলে তা বাতিল।
- **নস-এর বিরোধী না হওয়া:** ব্যাখ্যাটি যেন কোনো অকাট্য 'নস' (কুরআন-সুন্নাহর স্পষ্ট বিধান)-এর বিপরীত না হয়।

প্রশ্ন-২৩: আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থে 'তাবীল'-এর সংজ্ঞা দাও।

٢٣ -عرف "التأويل" لغة واصطلاحا-

উত্তর:

ভূমিকা:

উসূলুল ফিকহে 'তাফসীর' এবং 'তাবীল' দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। তাফসীর হলো অকাট্য ব্যাখ্যা, আর তাবীল হলো সম্ভাব্য ব্যাখ্যা। মুজতাহিদগণ ইজতিহাদের মাধ্যমে তাবীল করে থাকেন।

১. আভিধানিক অর্থ:

'তাবীল' (التأويل) শব্দটি 'আও'ল' (الأول) মূলধাতু থেকে এসেছে। এর শাব্দিক অর্থ হলো:

- ফিরিয়ে নেওয়া (الرَّجْعُ)।
- পরিণাম বা শেষ ফল (الْمَصِيرُ)।

২. পারিভাষিক সংজ্ঞা:

ইমাম বাযদাবী (র- ও হানাফী উসূলবিদগণের মতে:

التَّأْوِيلُ هُوَ صَرْفُ الْكَلَامِ عَنْ ظَاهِرِهِ إِلَى مَعْنًى يَحْتَمِلُهُ إِذَا كَانَ الْمُحْتَمَلُ مِمَّا يُرَاهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ

অর্থ: "তাবীল হলো কোনো কালাম বা বাক্যকে তার বাহ্যিক (যাহের) অর্থ থেকে সরিয়ে এমন কোনো অর্থের দিকে নিয়ে যাওয়া, যার সম্ভাবনা ওই শব্দে রয়েছে; তবে শর্ত হলো সেই সম্ভাব্য অর্থটি কিতাব ও সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।"

পার্থক্য:

তাফসীর হলো নিশ্চিত (কুতিঈ) ব্যাখ্যা, যা আল্লাহ বা রাসূল (সা- থেকে বর্ণিত। আর তাবীল হলো মুজতাহিদের ইজতিহাদপ্রসূত ব্যাখ্যা, যা সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা রাখে আবার ভুল হওয়ারও সম্ভাবনা রাখে।

প্রশ্ন-২৪: শরীয়তের পরিভাষায় 'খাস'-এর সংজ্ঞা দাও এবং বিধান প্রদানের ক্ষেত্রে এর হুকুম কী?

٢٤- عرف "الخاص" شرعا - وما حكمه في إفادة الحكم؟

উত্তর:

ভূমিকা:

শব্দের ব্যাপ্তি বা ব্যাপকতার দিক থেকে শব্দ দুই প্রকার: খাস (নির্দিষ্ট) এবং আম (ব্যাপক)। 'খাস' শব্দটি শরিয়তের বিধানকে সুনির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে।

১. খাস-এর সংজ্ঞা (تعريف الخاص):

ইমাম বাযদাবী (র- বলেন:

الْخَاصُّ هُوَ كُلُّ لَفْظٍ وُضِعَ لِمَعْنًى وَاحِدٍ عَلَى الْانْفِرَادِ

অর্থ: "খাস হলো এমন প্রতিটি শব্দ, যা পৃথকভাবে কেবল একটি নির্দিষ্ট অর্থ বা বস্তুর জন্য গঠন করা হয়েছে।"

এটি কোনো একক ব্যক্তি (যেমন: যায়েদ) হতে পারে, অথবা কোনো একক শ্রেণী (যেমন: মানুষ) হতে পারে।

২. খাস-এর হুকুম (حكم الخاص):

হানাফী মাযহাব মতে, খাস শব্দের হুকুম হলো:

- এটি তার অর্থের ওপর **'কুতিঈ' বা অকাট্যভাবে** প্রমাণ বহন করে। এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না।
- এর ওপর আমল করা **ওয়াজিব** (আবশ্যক)।
- খাস শব্দ দ্বারা সাব্যস্ত বিধানকে খবরে ওয়াহেদ বা কিয়াস দ্বারা পরিবর্তন বা রহিত করা যায় না।

উদাহরণ:

কুরআনে বলা হয়েছে: "তিন দিন রোজা রাখবে" (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ)। এখানে 'তিন' (৩) শব্দটি খাস। এর অর্থ ২-ও হবে না, ৪-ও হবে না; বরং নিশ্চিতভাবে ৩-ই হবে।

প্রশ্ন-২৫: তাখসীসের (নির্দিষ্টকরণের) পরে কি 'আম' হুজ্জত হিসেবে বাকি থাকে? হানাফীদের মত উল্লেখ কর।

٢٥- هل يبقى "العام" حجة بعد التخصيص؟ اذكر رأي الحنفية –

উত্তর:

ভূমিকা:

'আম' (ব্যাপক) শব্দ থেকে যখন কিছু অংশ বাদ দেওয়া হয়, তখন তাকে 'তাখসীস' বলা হয়। তাখসীস হওয়ার পর অবশিষ্ট অংশের ওপর আমল করা জরুরি কি না, এ নিয়ে উসূলবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

হানাফীদের অভিমত:

হানাফী মাযহাব মতে, তাখসীসের পরেও 'আম' অবশিষ্ট অংশের ওপর হুজ্জত (দলিল) হিসেবে গণ্য হয়।

তবে এর শক্তির স্তরে পরিবর্তন আসে:

- তাখসীসের আগে 'আম' অকাট্য (কুতিঈ) থাকে।
- তাখসীসের পর 'আম' **'জন্নী' (ধারণাপ্রসূত)** হয়ে যায়। অর্থাৎ, এর দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত না হলেও এর ওপর আমল করা ওয়াজিব থাকে।

আরবি ইবারত:

الْعَامُّ الْمَخْصُوصُ حُجَّةٌ عِنْدَنَا فِي الْبَاقِي، لَكِنَّهُ يُفِيدُ الظَّنَّ لَا الْيَقِينَ

অর্থ: "আমাদের (হানাফীদের) মতে, তাখসীসকৃত আম অবশিষ্ট অংশের ক্ষেত্রে দলিল হিসেবে গণ্য, তবে তা নিশ্চিত জ্ঞানের পরিবর্তে প্রবল ধারণা (জন্ন) প্রদান করে।"

বিপরীত মত:

ইমাম শাফেয়ী (র--এর কোনো কোনো অনুসারীর মতে, তাখসীস হলে সেই আম শব্দটি আর দলিল হিসেবে টেকে না। হানাফীরা এই মত প্রত্যাখ্যান করেন।

প্রশ্ন-২৬: হানাফীদের মতে 'খাস'-এর চারটি প্রকারভেদ কী কী?

٢٦- ما هي أقسام الخاص "الأربعة" عند الحنفية؟

উত্তর:

ভূমিকা:

ইমাম বাযদাবী (র- 'খাস' শব্দের আলোচনার অধীনে শরিয়তের বিধানের চারটি মৌলিক রূপ বা প্রকার উল্লেখ করেছেন। এগুলোকে খাস-এর প্রকারভেদ হিসেবে গণ্য করা হয় কারণ প্রতিটি প্রকার নির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে।

খাস-এর চারটি প্রকার:

১. খাস-এর সত্তাগত প্রকার (যেমন: খাসুল ফারদ, খাসুন-নাও): এটি সাধারণ বিভাজন।

তবে, হানাফী উসূলের কিতাবসমূহে (যেমন উসূলুল বাযদাবী ও উসূলুশ শাশী) 'খাস'-এর আলোচনার অধীনে যে চারটি বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলো হলো:

১. আমর (الأمر - আদেশ): যা নির্দিষ্ট কোনো কাজ করার দাবি জানায়।

২. নাহী (النهي - নিষেধ): যা নির্দিষ্ট কোনো কাজ থেকে বিরত থাকার দাবি জানায়।

৩. মুতলাক (المطلق - অ-শর্তযুক্ত): যা কোনো শর্ত ছাড়া নির্দিষ্ট সত্তাকে বোঝায়।

৪. মুকাইয়্যাদ (المقيد - শর্তযুক্ত): যা শর্তসহ নির্দিষ্ট সত্তাকে বোঝায়।

এই চারটি হলো 'খাস' শব্দের বিধানগত প্রয়োগক্ষেত্র।

প্রশ্ন-২৭: 'আম'-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও এবং উমুমের (ব্যাপকতার) দুটি রূপ উল্লেখ কর।

٢٧- عرف العام اصطلاحا - واذكر صيغتين من صيغ العموم-

উত্তর:

ভূমিকা:

'আম' বা ব্যাপক শব্দ কুরআনের বিধানাবলীকে সর্বজনীন করার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা রাখে।

১. আম-এর সংজ্ঞা (تعريف العام):

ইমাম বাযদাবী (র- বলেন:

الْعَامُّ هُوَ لَفْظٌ يَسْتَغْرِقُ جَمِيعَ مَا يَصْلُحُ لَهُ مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ

অর্থ: "আম হলো এমন শব্দ, যা তার অর্থের অন্তর্ভুক্ত সকল একককে (Individuals) শামিল করে, কোনো প্রকার সীমাবদ্ধতা ছাড়াই।"

২. উমুমের দুটি রূপ বা সিগাহ (صيغ العموم):

'আম' বোঝানোর জন্য আরবি ভাষায় নির্দিষ্ট কিছু শব্দ বা গঠনশৈলী রয়েছে। যেমন:

- **'কুল্লু' (كُلٌّ) শব্দ:** যেমন— *"কুল্লু নাফসিন..."* (প্রতিটি প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে)। এখানে 'কুল্লু' দ্বারা সকল প্রাণী উদ্দেশ্য।
- **আলিফ-লাম যুক্ত বহুবচন (الجمع المعرف باللام):** যেমন— *"আল-মুসলিমুন"* (সকল মুসলমান)।
- **শর্ত বা প্রশ্নবোধক শব্দ (মান/মা):** 'মান' (যে বা যারা) এবং 'মা' (যা কিছু)। যেমন— *"ফামান শাহিদা..."* (তোমাদের মধ্যে যে কেউ মাসটি পাবে)।

প্রশ্ন-২৮: তাখসীসের (নির্দিষ্টকরণের) পরে কি 'আম' হুজ্জত হিসেবে বাকি থাকে? হানাফীদের মত উল্লেখ কর।

٢٨- هل يبقى "العام" حجة بعد التخصيص؟ اذكر رأي الحنفية-

উত্তর:

হানাফীদের অভিমত:

হ্যাঁ, হানাফী মাযহাব মতে তাখসীসের পরেও 'আম' তার অবশিষ্ট অংশের জন্য হুজ্জত বা দলিল হিসেবে বহাল থাকে।

ব্যাখ্যা:

যখন বলা হয় "সকল ছাত্রকে পুরস্কার দাও, শুধু যায়েদ ছাড়া"—এখানে 'যায়েদ' বাদ গেলেও বাকি ছাত্রদের জন্য আদেশটি কার্যকর থাকে। হানাফীদের মতে, এই কার্যকারিতা 'ওয়াজিব' স্তরের, তবে তা 'কুতিঈ' (অকাট্য) থাকে না, বরং 'জন্নী' (ধারণাপ্রসূত) হয়ে যায়।

এর ব্যবহারিক ফল হলো: তাখসীসকৃত 'আম' দ্বারা শরিয়তের ফরজ সাব্যস্ত করা কঠিন হতে পারে, কিন্তু ওয়াজিব বা আমল সাব্যস্ত হবে।

প্রশ্ন-২৯: 'আমর' (আদেশ)-এর সংজ্ঞা দাও এবং নিঃশর্তভাবে এর মূল মোজিব (যা আবশ্যক করে) কী?

٢٩- عرف الأمر وما هو موجبه الأصلي عند الإطلاق ؟

উত্তর:

ভূমিকা:

শরিয়তের বিধি-বিধানের প্রধান উৎস হলো আল্লাহর 'আমর' বা আদেশ। এটি খাস-এর একটি প্রকার।

১. আমর-এর সংজ্ঞা (تعريف الأمر):

ইমাম বাযদাবী (র- বলেন:

اَلْأَمْرُ هُوَ قَوْلُ الْقَائِلِ لِمَنْ دُونَهُ: افْعَلْ، عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِعْلَاءِ

অর্থ: "আমর হলো উচ্চমর্যাদার অধিকারী সত্তার পক্ষ থেকে তার নিম্নস্থ কাউকে বড়ত্বের সাথে কোনো কাজ করার নির্দেশ দেওয়া (যেমন বলা: তুমি কর)।"

২. আমরের মূল মোজিব (موجب الأمر):

যখন 'আমর' বা আদেশসূচক শব্দ নিঃশর্তভাবে (মুতলাক) ব্যবহার করা হয় এবং কোনো ইঙ্গিত (ক্বরিনা) না থাকে, তখন হানাফীদের মতে তার মূল দাবি হলো 'উজুব' (اَلْوُجُوبُ) বা আবশ্যকতা। অর্থাৎ, কাজটি করা বান্দার ওপর ওয়াজিব হয়ে যায়। এটি মুস্তাহাব বা ঐচ্ছিক অর্থে নেওয়া যাবে না, যতক্ষণ না কোনো দলিল পাওয়া যায়।

ইমাম বাযদাবী বলেন:

مُوجِبُ الْأَمْرِ الْوُجُوبُ لِحَالِهِ

(আমর-এর দাবি হলো বিধানটি ওয়াজিব হওয়া)।

প্রশ্ন-৩০: আমরের অপ্রত্যক্ষ রূপগুলোর দুটি উল্লেখ কর যা ওয়াজিব হওয়া প্রমাণ করে।

٣٠- اذكر صيغتين من صيغ الأمر غير المباشرة التي تفيد الوجوب-

উত্তর:

ভূমিকা:

আরবি ভাষায় কেবল 'ইফআল' (তুমি কর) বা আদেশসূচক ক্রিয়া দিয়েই আমর বোঝানো হয় না, বরং আরও কিছু বাক্যরীতি আছে যা আদেশের অর্থ প্রদান করে।

আমরের অপ্রত্যক্ষ দুটি রূপ:

১. খবর বা সংবাদসূচক বাক্য যা আদেশের অর্থ দেয় (الجملة الخبرية بمعنى الإنشاء):

কখনো কখনো আল্লাহ কোনো বিধান সংবাদ আকারে বলেন, কিন্তু উদ্দেশ্য থাকে আদেশ করা। এটি আদেশের চেয়েও বেশি জোরদার হয়।

- **উদাহরণ:** *"আর তালাকপ্রাপ্তা নারীরা নিজেদেরকে তিন কুরূ পর্যন্ত বিরত রাখবে।"* (يَتَرَبَّصْنَ)। এখানে বাহ্যিক বাক্যটি সংবাদ (তারা বিরত থাকে), কিন্তু অর্থ হলো আদেশ (তারা যেন অবশ্যই বিরত থাকে)।

২. লাম-এ আমর যুক্ত মুজারে (المضارع المقرون بلام الأمر):

বর্তমান/ভবিষ্যৎ কালবাচক ক্রিয়ার শুরুতে আদেশের 'লাম' যুক্ত হওয়া।

- **উদাহরণ:** *"তারা যেন তাদের মানত পূর্ণ করে।"* (وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ)। এখানে 'লি-ইউফু' শব্দটি আদেশের অর্থ দিচ্ছে।

এছাড়াও **ক্রিয়ামূল (মাসদার)** যখন ক্রিয়ার স্থলাভিষিক্ত হয়, যেমন: *"ফাদারবার রিকাব"* (অতঃপর গর্দান উড়িয়ে দাও)।

প্রশ্ন-৩১: কখন আমর ওয়াজিবের পরিবর্তে ইবাহাত (বৈধতা) প্রমাণ করে?

٣١- متى يفيد الأمر الإباحة بدلا من الوجوب؟

উত্তর:

ভূমিকা:

আমরের মূল দাবি হলো 'উজুব' বা আবশ্যকতা। কিন্তু বিশেষ প্রেক্ষাপটে এটি আবশ্যকতা না বুঝিয়ে কেবল 'ইবাহাত' বা অনুমতি বোঝায়।

ইবাহাত হওয়ার ক্ষেত্র:

যখন কোনো আমর বা আদেশ 'নিষিদ্ধতার পরে' (عَقِيبَ الْحَظْرِ) আসে, তখন হানাফী উসূলবিদগণের মতে সেই আদেশটি ওয়াজিব হওয়ার জন্য নয়, বরং 'ইবাহাত' বা বৈধতা প্রমাণের জন্য হয়। অর্থাৎ কাজটি আগে নিষেধ ছিল, এখন তা করা জায়েজ।

উদাহরণ:

ইহরাম অবস্থায় শিকার করা নিষিদ্ধ। আল্লাহ বলেন:

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا

অর্থ: "যখন তোমরা হালাল হবে (ইহরাম খুলবে), তখন শিকার কর।" (সূরা মায়িদা: ২)

এখানে 'শিকার কর' (আমর) দ্বারা শিকার করা ফরজ বা ওয়াজিব বোঝায় না, বরং ইহরাম খোলার পর শিকার করা যে জায়েজ বা বৈধ, তা বোঝানো হয়েছে।

প্রশ্ন-৩২: 'আমর-এ মুআল্লাক' (শর্তযুক্ত আদেশ) এবং 'আমর-এ মুতলাক' (নিঃশর্ত আদেশ)-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

٣٢- ما الفرق بين "الأمر المعلق" و"الأمر المطلق"؟

ত্তর:

ভূমিকা:

আদেশ কার্যকর হওয়ার সময়ের ওপর ভিত্তি করে আমর দুই প্রকার: মুতলাক ও মুআল্লাক।

পার্থক্যসমূহ:

১. **আমর-এ মুতলাক (الأمر المطلق):**

- **সংজ্ঞা:** যে আদেশ কোনো শর্তের সাথে যুক্ত নয়।
- **হুকুম:** আদেশ শোনার সাথে সাথেই বা সক্ষম হওয়ার সাথে সাথেই কাজটি করা ওয়াজিব হয় (হানাফীদের মতে)।
- **উদাহরণ:** *"নামাজ কায়েম কর"* (أَقِيمُوا الصَّلَاةَ)।

২. **আমর-এ মুআল্লাক (الأمر المعلق):**

- **সংজ্ঞা:** যে আদেশ কোনো শর্তের (Condition) সাথে যুক্ত থাকে।
- **হুকুম:** শর্তটি পাওয়া যাওয়ার আগে কাজটি ওয়াজিব হয় না। শর্ত পাওয়া গেলেই কেবল আদেশটি কার্যকর হয়।
- উদাহরণ: ওযু বা গোসলের বিধান। আল্লাহ বলেন:

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

অর্থ: "আর যদি তোমরা নাপাক (জুনুবী) থাকো, তবে পবিত্র হও (গোসল কর)।" (সূরা মায়িদা: ৬)

এখানে গোসল করা ওয়াজিব হবে কেবল তখন, যখন 'জানাবাত' বা নাপাকির শর্তটি পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন-৩৩: শরীয়তের পরিভাষায় 'নাহী (নিষেধ)-এর সংজ্ঞা দাও। এটি কি নিষিদ্ধ কাজটিকে ফাসেদ (বাতিল) হওয়া প্রমাণ করে?

٣٣- عرف "النهي" شرعا - وهل يدل على فساد المنهي عنه؟

উত্তর:

ভূমিকা:

নাহী (النهي) হলো আমরের বিপরীত। এটি কোনো কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ।

১. নাহীর সংজ্ঞা (تعريف النهي):

ইমাম বাযদাবী (র- বলেন:

اَلنَّهْيُ هُوَ طَلَبُ الْكَفِّ عَنِ الْفِعْلِ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِعْلَاءِ

অর্থ: "নাহী হলো বড়ত্বের সাথে বা কর্তৃত্বের সুরে কোনো কাজ থেকে বিরত থাকার দাবি করা।"

২. ফাসাদ বা বাতিল হওয়ার বিধান:

নাহী দ্বারা নিষিদ্ধ কাজটি বাতিল হবে কি না, তা নির্ভর করে নিষিদ্ধতার প্রকৃতির ওপর:

- **যদি নিষেধাজ্ঞা কাজের সত্তাগত কারণে হয় (নাহী লি-আইনিহি):** তবে কাজটি সম্পূর্ণ **বাতিল (Batil)** হবে। যেমন: জিনা করা বা মদ বিক্রি করা। এগুলো শরীয়তে কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।
- **যদি নিষেধাজ্ঞা অন্য কোনো বাহ্যিক গুণের কারণে হয় (নাহী লি-গাইরিহি):** তবে কাজটি **ফাসিদ (Fasid)** হবে (অর্থাৎ গুনাহ হবে, কিন্তু কাজটির মূল অস্তিত্ব সাব্যস্ত হবে)। যেমন: জুমার আজানের সময় বেচা-কেনা করা। এখানে বেচা-কেনা মূলত হালাল, কিন্তু সময়ের কারণে নিষিদ্ধ। তাই হানাফী মতে এই বেচা-কেনা কার্যকর হবে (মালিকানা সাব্যস্ত হবে), কিন্তু গুনাহ হবে [1]।

প্রশ্ন-৩৪: কোনো কিছু আদেশ করা কি তার বিপরীত কাজ থেকে নিষেধ বোঝায়? হানাফীদের মত উল্লেখ কর।

٣٤- هل يقتضي "الأمر بالشيء" نهيا عن ضده؟ اذكر رأي الحنفية-

উত্তর:

ভূমিকা:

যখন আল্লাহ কোনো কাজ করার আদেশ দেন, তখন কি তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার বিপরীত কাজ থেকে নিষেধ করেন? এটি উসূলের একটি সূক্ষ্ম মাসআলা।

হানাফীদের অভিমত:

হানাফী উসূলবিদদের মতে: "কোনো জিনিসের আদেশ করা মানেই হলো তার বিপরীত কাজ থেকে নিষেধ করা।"

আরবি মূলনীতি:

اَلْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ

অর্থ: "কোনো কিছুর আদেশ তার বিপরীতের নিষেধ।"

ব্যাখ্যা:

যখন বলা হয় "দাঁড়াও" (قم), তখন এর আবশ্যিক অর্থ হলো "বসো না" (لا تقعد)। কারণ দাঁড়ানো এবং বসা একসাথে সম্ভব নয়। তাই আদেশ পালনের জন্য বিপরীত কাজটি বর্জন করা অপরিহার্য। সুতরাং আদেশটি পরোক্ষভাবে (By implication/Tadammun) নিষেধকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

প্রশ্ন-৩৫: নাহী (নিষেধ) যার সাথে সম্পর্কিত, তার ভিত্তিতে এর প্রকারভেদ কী কী?

٣٥- ما هي أنواع النهي من حيث متعلقه؟

উত্তর:

ভূমিকা:

নাহী বা নিষেধাজ্ঞা কোন ধরণের কাজের সাথে সম্পৃক্ত, তার ওপর ভিত্তি করে ইমাম বাযদাবী (র- একে দুই ভাগে ভাগ করেছেন।

নাহীর প্রকারভেদ:

১. হিসসি বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কাজের প্রতি নাহী (النهي عن الأفعال الحسية):

যে কাজগুলো শরীয়ত প্রবর্তনের আগেও বাস্তবে খারাপ বা অস্তিত্বশীল ছিল।

- **হুকুম:** এই নিষেধাজ্ঞা কাজটি শরীয়তের দৃষ্টিতে অসুন্দর ও বাতিল প্রমাণ করে।
- **উদাহরণ:** জিনা (ব্যভিচার), মিথ্যা বলা, মদ্যপান। আল্লাহ বলেন:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا

(জিনার কাছেও যেও না)।

২. শরয়ী বিধান বা লেনদেনের প্রতি নাহী (النهي عن التصرفات الشرعية):

যে কাজগুলোর বিধান শরীয়ত দিয়েছে, কিন্তু কোনো ত্রুটির কারণে নিষেধ করেছে।

- **হুকুম:** এই নিষেধাজ্ঞা কাজটিকে অসুন্দর (Kabi'h) প্রমাণ করে, কিন্তু কাজটির মূল অস্তিত্ব বাতিল করে না (ফাসিদ হয়)।
- **উদাহরণ:** রোজা রাখা ইবাদত, কিন্তু ঈদের দিনে রোজা রাখা নিষিদ্ধ। এখানে রোজার মূল অস্তিত্ব ঠিক আছে, কিন্তু সময়টি নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন-৩৬: সংক্ষেপে "দালালাতুল ইবারাহ" ও "দালালাতুল ইশারাহ"-এর সংজ্ঞা দাও।

٣٦- عرف "دلالة العبارة" و"دلالة الإشارة" باختصار-

উত্তর:

ভূমিকা:

কুরআন ও সুন্নাহর নস (Text) থেকে অর্থ বের করার বা বিধান সাব্যস্ত হওয়ার চারটি পদ্ধতি রয়েছে। এর মধ্যে প্রথম দুটি হলো দালালাতুল ইবারাহ ও দালালাতুল ইশারাহ।

১. দালালাতুল ইবারাহ (دلالة العبارة):

- **সংজ্ঞা:** নস বা বাক্যের শব্দগুলো সরাসরি যে অর্থ প্রকাশ করে এবং বক্তা মূলত যে উদ্দেশ্যে কথাটি বলেছেন, তাকে দালালাতুল ইবারাহ বলে। এটি বাক্যের স্পষ্ট বা প্রত্যক্ষ অর্থ।
- **উদাহরণ:** আল্লাহ বলেন:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

(আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন)। এর 'ইবারত' হলো ব্যবসা বৈধ হওয়া।

২. দালালাতুল ইশারাহ (دلالة الإشارة):

- **সংজ্ঞা:** নসের শব্দগুলো সরাসরি যে অর্থ প্রকাশ করে না, কিন্তু বাক্যের গঠন বা বিধান সঠিক হওয়ার জন্য যে অর্থটি অপরিহার্য বা ইঙ্গিতবহ হয়ে ওঠে, তাকে দালালাতুল ইশারাহ বলে।
- **উদাহরণ:** আল্লাহ বলেন:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ

(আর সন্তানের পিতার ওপর মায়েদের ভরণপোষণ ওয়াজিব)। এখানে *"লাহু"* (তার জন্য সন্তান) শব্দটির ইঙ্গিত হলো, সন্তানের বংশপরিচয় (নসব) বাবার সাথে যুক্ত হবে, মায়ের সাথে নয়। এটি সরাসরি বলা হয়নি, কিন্তু ইশারা বা ইঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছে।

প্রশ্ন-৩৭: 'দালালাতুন-নস' ও 'দালালাতুল ইকৃতিযা'-এর মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা কর।

٣٧- بين الفرق بين دلالة النص" و"دلالة الاقتضاء- "

উত্তর:

ভূমিকা:

এই দুটি দালালাত পরোক্ষভাবে অর্থ প্রদান করে। কিন্তু অর্থের উৎসের দিক থেকে এদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

পার্থক্যসমূহ:

বিষয়	দালালাতুন নস (دلالة النص)	দালালাতুল ইক্তিযা (دلالة الاقتضاء)
১. সংজ্ঞা	নসের হুকুমের পেছনের কারণ (Illat) বা ভাষাভিত্তিক যুক্তির ওপর ভিত্তি করে যে অর্থ বোঝা যায়।	নস বা বাক্যটিকে সত্য বা কার্যকর প্রমাণ করার জন্য যে উহ্য শব্দ বা অর্থ মেনে নেওয়া আবশ্যক হয়।
২. উৎস	এটি ভাষার মর্মার্থ ও ইল্লত থেকে আসে।	এটি বাক্যের যৌক্তিক বা শরয়ী প্রয়োজনীয়তা (Darurah) থেকে আসে।
৩. উদাহরণ (নস)	পিতামাতাকে 'উফ' বলা নিষেধ। এর দ্বারা 'মারধর' করাও নিষেধ বোঝা যায় (কারণ কষ্ট দেওয়া উভয়ের ইল্লত)।	হাদিস: *"দাস মুক্ত কর"* (أعتق عبدك)। এখানে *"আগে দাসের মালিক হও"*—এই শর্তটি ইক্তিযা বা উহ্য হিসেবে ধরে নিতে হয়।
৪. অপর নাম	একে 'কিয়াস-এ জলী' বা 'মাফহুমুল মুওয়াফাকা' বলা হয়।	একে 'মুকাদ্দার' বা উহ্য অর্থ বলা হয়।

প্রশ্ন-৩৮: শরীয়তের পরিভাষায় 'আদা' ও 'ক্বাযা'-এর সংজ্ঞা দাও।

٣٨- عرف "الأداء" و"القضاء" شرعا-

উত্তর:

ভূমিকা:

ইবাদত পালনের সময়ের ওপর ভিত্তি করে আমলকে আদা ও কাযা—এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। এটি আল্লাহর হকের (হুকুকুল্লাহ) সাথে সম্পর্কিত।

১. আদা-এর সংজ্ঞা (تعريف الأداء):

ইমাম বাযদাবী (র- বলেন:

الْأَدَاءُ هُوَ تَسْلِيمُ عَيْنِ الْوَاجِبِ فِي الْوَقْتِ

অর্থ: "আদা হলো ওয়াজিবকৃত কাজটি হুবহু তার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় করা বা সমর্পণ করা।"

যেমন: জোহরের নামাজ জোহরের ওয়াক্তে পড়া।

২. কাযা-এর সংজ্ঞা (تعريف القضاء):

الْقَضَاءُ هُوَ تَسْلِيمُ مِثْلِ الْوَاجِبِ بَعْدَ الْوَقْتِ

অর্থ: "কাযা হলো ওয়াজিবকৃত কাজটির অনুরূপ (Misl) কাজ নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আদায় করা।"

শরিয়তের দৃষ্টিতে 'কাযা' হলো মূল আমলের বিকল্প বা ক্ষতিপূরণ।

প্রশ্ন-৩৯: 'আদা'-এর মৌলিক প্রকারভেদসমূহ উল্লেখ কর।

٣٩- اذكر أقسام "الأداء" الأساسية.

উত্তর:

ভূমিকা:

নির্ধারিত সময়ে ইবাদত আদায় করা বা 'আদা' দুই ভাবে হতে পারে। ইমাম বাযদাবী (র- আদার গুণগত মানের ওপর ভিত্তি করে একে দুই ভাগে ভাগ করেছেন।

আদা-এর প্রকারভেদ:

১. আদা-এ কামিল (الأداء الكامل):

- **সংজ্ঞা:** যে ইবাদতটি তার নির্ধারিত সময়ে শরীয়তের সমস্ত শর্ত, রুকন ও সুন্নতসহ পরিপূর্ণরূপে আদায় করা হয়।
- **উদাহরণ:** জোহরের নামাজ জামাতের সাথে, তাকবীরে উলা ও সুন্নাহ মেনে আদায় করা। এটিই সর্বোচ্চ স্তরের আদা।

২. আদা-এ কাসির (الأداء القاصر):

- **সংজ্ঞা:** যে ইবাদতটি নির্ধারিত সময়ে আদায় করা হয়েছে, কিন্তু তাতে কোনো গুণগত ত্রুটি বা অপূর্ণতা রয়ে গেছে (যদিও ফরজ আদায় হয়ে যায়)।
- **উদাহরণ:** একাকী নামাজ পড়া (জামাত ছাড়ার কারণে ত্রুটি), অথবা মাকরূহ ওয়াক্তে নামাজ পড়া।

প্রশ্ন-৪০: যে কারণে 'আদা' ওয়াজিব হয়েছে, সেই কারণে কি 'কাযা'ও ওয়াজিব হবে?

٤٠- هل يجب "القضاء" بما وجب به "الأداء"؟

উত্তর:

ভূমিকা:

কোনো ইবাদত ছুটে গেলে তা কাযা করা কেন ওয়াজিব হয়? নতুন কোনো হুকুম লাগে, নাকি আগের হুকুমেই কাযা ওয়াজিব হয়? এটি উসূলের একটি গভীর তাত্ত্বিক আলোচনা।

হানাফী (ইমাম বাযদাবীর) মত:

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত হলো:

يَجِبُ الْقَضَاءُ بِمِثْلِ مَا وَجَبَ بِهِ الْأَدَاءُ

অর্থ: "যে কারণ (সাবাব) বা দলিলের ভিত্তিতে আদা ওয়াজিব হয়েছিল, ঠিক সেই একই কারণের ভিত্তিতেই কাযা ওয়াজিব হয়।"

ব্যাখ্যা:

ইমাম বাযদাবী (র- বলেন, ইবাদত ওয়াজিব হওয়ার মূল 'সাবাব' (কারণ) হলো আল্লাহর নির্দেশ ও সময়ের আগমন। যখন সময় চলে যায়, তখনো ওই নির্দেশের দায়ভার বান্দার ওপর থেকে যায়। তাই

কাযা আদায়ের জন্য নতুন করে আল্লাহর আদেশের (নস-এ জাদিদ) প্রয়োজন নেই। বরং মূল কারণটিই (Sabab-e-Awwal) কাজা আদায়কে আবশ্যক করে।
(যদিও শাফেয়ীগণ বলেন, কাজার জন্য নতুন দলিলের প্রয়োজন হয়। হানাফীগণ এই মতের বিরোধিতা করেন)।

প্রশ্ন-৪১: জরুরী অবস্থায় হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করার বিধান কী?

٤١- ما هو حكم التداوي بالمحرمات في الضرورة؟

উত্তর:

ভূমিকা:

ইসলাম মানুষের জীবন রক্ষা করাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। সাধারণ অবস্থায় হারাম বস্তু ব্যবহার নিষিদ্ধ হলেও, জীবন বাঁচানোর প্রয়োজনে শরীয়ত বিশেষ শিথিলতা (Rukhsa) প্রদান করেছে।

চিকিৎসার বিধান:

হানাফী মাযহাব মতে, চরম অসুস্থতা বা জীবননাশের আশঙ্কায় হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করা বা ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা জায়েজ, তবে শর্তসাপেক্ষে।

শর্তগুলো হলো:

১. রোগটি মারাত্মক হতে হবে।

২. অভিজ্ঞ মুসলিম ডাক্তার নিশ্চিত করবেন যে, এই হারাম বস্তু ছাড়া অন্য কোনো হালাল বিকল্প ঔষধ নেই।

৩. এই হারাম বস্তুটি ব্যবহারে রোগ মুক্তির প্রবল সম্ভাবনা থাকতে হবে।

উসূলী কায়দা:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

অর্থ: "প্রয়োজন নিষিদ্ধ বস্তুকে বৈধ করে দেয়।"

তবে এই বৈধতা কেবল প্রয়োজন পরিমাণেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

প্রশ্ন-৪২: 'আদা' ও 'ক্বাযা'-এর মধ্যে মৌলিক পার্থক্যগুলো কী কী?

٤٢- ما هي الفروق الجوهرية بين "الأداء" و"القضاء"؟

উত্তর:

ভূমিকা:

ইবাদত পালনের সময়ের ভিত্তিতে আমল দুই প্রকার: আদা ও ক্বাযা। উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

পার্থক্যসমূহ:

বিষয়	আদা (الأداء)	ক্বাযা (القضاء)
১. সংজ্ঞা	ওয়াজিবকৃত কাজটি তার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হুবহু আদায় করা। (تسليم عين الواجب)	ওয়াজিবকৃত কাজটি নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর অনুরূপভাবে আদায় করা। (تسليم مثل الواجب)
২. উৎস/বস্তু	এটি মূল বস্তু বা 'আইন' (The thing itself) আদায় করা।	এটি মূল বস্তুর 'মিসল' বা বিকল্প (Equivalent) আদায় করা।

৩. মর্যাদা	এটি আল্লাহর নির্দেশের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন এবং উত্তম।	এটি ত্রুটিপূর্ণ বাস্তবায়ন, কারণ এতে সময়ের লঙ্ঘন হয়েছে।
৪. উদাহরণ	রমজানের রোজা রমজানেই রাখা।	রমজানের রোজা অসুস্থতার কারণে পরে রাখা।

প্রশ্ন-৪৩: পারিভাষিক অর্থে 'আযীমা' ও 'রুখসা'-এর সংজ্ঞা দাও।

٤٣- عرف "العزيمة" و"الرخصة" اصطلاحا-

উত্তর:

ভূমিকা:

শরীয়তের বিধান পালনের কাঠিন্য ও সহজতার ভিত্তিতে হুকুম দুই প্রকার: আযীমা ও রুখসা।

১. আযীমা (العزيمة):

- **সংজ্ঞা:** শরীয়তের যে বিধানগুলো মৌলিকভাবে এবং সাধারণভাবে সকল মুকাল্লাফ (দায়িত্বপ্রাপ্ত) ব্যক্তির ওপর অপরিহার্য করা হয়েছে, কোনো ওজরের দিকে লক্ষ্য না করে।
- **উদাহরণ:** পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, রমজানের রোজা, মদ হারাম হওয়া। এগুলো মূল বিধান বা আযীমা।

২. রুখসা (الرخصة):

- **সংজ্ঞা:** মানুষের দুর্বলতা বা ওজরের (অসুস্থতা, সফর) কারণে শরীয়ত মূল বিধানকে সহজ করে যে নতুন বিধান দিয়েছে।
- ইমাম বাযদাবীর সংজ্ঞা:

الرُّخْصَةُ اسْمٌ لِمَا شُرِعَ بِنَاءً عَلَى أَعْذَارِ الْعِبَادِ

অর্থ: "বান্দার ওজর বা অপারগতার ওপর ভিত্তি করে যে বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে, তাকে রুখসা বলে।"

- **উদাহরণ:** মুসাফিরের জন্য কসর নামাজ পড়া, অসুস্থ ব্যক্তির জন্য বসে নামাজ পড়া।

প্রশ্ন-৪৪: 'রুখসা'-এর তিনটি প্রকারভেদ উল্লেখ কর।

٤٤- اذكر الأقسام الثلاثة للرخصة-"

উত্তর:

ভূমিকা:

হানাফী উসূলবিদগণ রুখসাকে তার হুকুমের ভিত্তিতে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করেছেন।

রুখসার প্রকারভেদ:

১. রুখসা-এ ইসকাত (رخصة إسقاط):

যে রুখসার কারণে মূল বিধানটি সম্পূর্ণভাবে মাফ হয়ে যায় বা রহিত হয়ে যায়।

- **উদাহরণ:** চরম বাধ্যবাধকতা বা জবরদস্তির (Ikrah) কারণে মদ পান করা। এমতাবস্থায় মদ পান করা কেবল জায়েজই নয়, বরং জীবন বাঁচাতে পান করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

২. রুখসা-এ তারফীহ (رخصة ترفيه):

যে রুখসার কারণে মূল বিধানটি কঠিন থাকে না, বরং সহজ করা হয়, কিন্তু মূল হুকুমটি বহাল থাকে।

- **উদাহরণ:** মুসাফিরের জন্য কসর নামাজ পড়া। এখানে নামাজ মাফ হয়নি, কিন্তু ৪ রাকাতের স্থলে ২ রাকাত করে সহজ করা হয়েছে।

৩. রুখসা-এ মুবাহ (رخصة إباحة):
যে রুখসা হারাম কাজকে সাময়িকভাবে মুবাহ বা বৈধ করে দেয়, যদিও কাজটি মূলগতভাবে হারামই থাকে।

- **উদাহরণ:** বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 'সালাম' পদ্ধতি (অগ্রিম মূল্য দিয়ে পরে পণ্য নেওয়া)। মূল নিয়মে অস্তিত্বহীন পণ্য বিক্রি হারাম, কিন্তু মানুষের প্রয়োজনে একে রুখসা হিসেবে জায়েজ করা হয়েছে।

প্রশ্ন-৪৫: উসুলী পরিভাষায় 'সুন্নাহ'-এর সংজ্ঞা দাও এবং এর মৌলিক প্রকারগুলো উল্লেখ কর।
٤٥- عرف "السنة في الإصطلاح الأصولي - واذكر أنواعها الأساسية-

উত্তর:
(নোট: এই প্রশ্নটি পূর্বে ৭ নং প্রশ্নেও এসেছিল। এখানে পুনরাবৃত্তি করা হলো)
ভূমিকা:
শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস হলো সুন্নাহ।
১. সুন্নাহর সংজ্ঞা:
উসূলবিদগণের মতে:
السُّنَّةُ هِيَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِعْلُهُ وَتَقْرِيرُهُ
অর্থ: "নবী করীম (সা--এর বাণী (কওল), কর্ম (ফিল) এবং মৌন সম্মতি (তাকরির)-কে সুন্নাহ বলা হয়।"
২. মৌলিক প্রকারভেদ:

- **কওলী (বাচনিক):** রাসূল (সা--এর মুখনিঃসৃত নির্দেশ।
- **ফে'লী (কর্মগত):** রাসূল (সা--এর কৃত কাজ।
- **তাকরিরী (সমর্থনসূচক):** সাহাবীর কাজ দেখে রাসূল (সা--এর সম্মতি।

বর্ণনার ভিত্তিতে সুন্নাহ তিন প্রকার: মুতাওয়াতির, মাশহুর ও খবরে ওয়াহেদ।

প্রশ্ন-৪৬: জ্ঞান ও আমল প্রদানে "খবরে ওয়াহেদ"-এর বিধান কী?
٤٦- ما حكم خبر الواحد" في إفادة العلم والعمل؟

উত্তর:
(নোট: এই প্রশ্নটি পূর্বে ৬ নং প্রশ্নেও এসেছিল। এখানে পুনরাবৃত্তি করা হলো)
১. ইলম (জ্ঞান) প্রদানে:
খবরে ওয়াহেদ 'ইলমে জন্নী' (প্রবল ধারণা) প্রদান করে। এটি 'ইলমে ইয়াকিন' (অকাট্য জ্ঞান) দেয় না। তাই এর মাধ্যমে আকিদার মৌলিক বিষয় সাব্যস্ত হয় না।
২. আমল (কাজ) প্রদানে:
শরিয়তের ব্যবহারিক বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে খবরে ওয়াহেদ দ্বারা আমল করা ওয়াজিব (আবশ্যক), যদি রাবী বিশ্বস্ত হন।
ইমাম বাযদাবী বলেন:
يُوجِبُ الْعَمَلَ لَا الْعِلْمَ
অর্থ: "এটি আমলকে ওয়াজিব করে, ইলমকে (অকাট্য জ্ঞান) নয়।"

প্রশ্ন-৪৭: কখন হানাফীদের নিকট 'খবরে ওয়াহেদ' দলীল হিসেবে গণ্য হয় না?

٤٧- متى لا يكون خبر الواحد حجة عند الحنفية؟

উত্তর:

ভূমিকা:

খবরে ওয়াহেদ সাধারণভাবে আমলযোগ্য হলেও হানাফী উসূল অনুযায়ী কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে তা প্রত্যাখ্যান করা হয় বা দলীল হিসেবে গ্রহণ করা হয় না।

খবরে ওয়াহেদ অগ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রসমূহ:

১. কুরআন বা মুতাওয়াতির সুন্নাহর বিরোধী হলে: যদি খবরে ওয়াহেদ এমন বিধান দেয় যা কুরআন বা মুতাওয়াতির হাদিসের সুস্পষ্ট বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক, তবে হানাফী মতে কুরআনকে প্রাধান্য দিয়ে খবরে ওয়াহেদ বর্জন করা হয়।

২. উমুমুল বালওয়া (عموم البلوى): এমন বিষয় যা সর্বসাধারণের প্রয়োজন এবং যা সবার জানা থাকা উচিত (যেমন: ওযুতে বিসমিল্লাহ বলা), এমন বিষয়ে যদি মাত্র একজন রাবী হাদিস বর্ণনা করেন, তবে হানাফীরা তা গ্রহণ করেন না। কারণ বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ হলে তা মুতাওয়াতির বা মাশহুর হওয়ার কথা ছিল।

৩. রাবীর আমল বিরোধী হলে: যদি বর্ণনাকারী সাহাবী নিজে সেই হাদিসের বিপরীত আমল করেন, তবে হানাফী মতে তার বর্ণিত হাদিসটি মানসুখ (রহিত) বা ভুল বলে গণ্য হয়। (যেমন: আবু হুরায়রা রা.-এর বর্ণিত কোনো কোনো হাদিস)।

প্রশ্ন-৪৮: পারিভাষিক অর্থে 'ইজমা'-এর সংজ্ঞা দাও এবং এর দুটি প্রকার কী কী?

٤٨- عرف "الإجماع اصطلاحا - وما هو نوعاه؟

উত্তর:

ভূমিকা:

ইজমা হলো শরিয়তের তৃতীয় উৎস। এটি উম্মতে মুহাম্মদীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

১. ইজমা-এর সংজ্ঞা (تعريف الإجماع):

উসূলবিদগণের মতে:

الْإِجْمَاعُ هُوَ اتِّفَاقُ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَصْرٍ عَلَى أَمْرٍ دِينِيٍّ

অর্থ: "উম্মতে মুহাম্মদীর মুজতাহিদগণের কোনো এক যুগে কোনো দ্বীনি বিষয়ে একমত হওয়াকে ইজমা বলে।"

২. ইজমার প্রকারভেদ:

ইমাম বাযদাবী (র- ইজমাকে তার প্রকাশের ভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে দুই ভাগে ভাগ করেছেন:

- **ইজমা-এ আযীমা (إجماع العزيمة):** যখন মুজতাহিদগণ স্পষ্টভাবে কথা বা কাজের মাধ্যমে তাদের ঐকমত্য প্রকাশ করেন। (কথার মাধ্যমে হলে 'ইজমা কওলী', কাজের মাধ্যমে হলে 'ইজমা ফে'লী')। এটি অকাট্য দলিল।
- **ইজমা-এ রুখসা (إجماع الرخصة):** একে 'সুকূতী ইজমা'ও বলা হয়। যখন কেউ মত প্রকাশ করেন এবং অন্যরা তা জেনে চুপ থাকেন।

প্রশ্ন-৪৯: হানাফীদের নিকট 'ইজমা'-এ 'সুকূতী' (নীরব ইজমা)-এর উপর আমল করার বিধান কী?
٤٩- ما حكم العمل بـ "الإجماع السكوتي عند الحنفية؟

উত্তর:

ভূমিকা:

'ইজমা-এ সুকূতী' (الإجماع السكوتي) হলো যখন কোনো মুজতাহিদ ফতোয়া দেন এবং সমসাময়িক অন্য মুজতাহিদগণ তা জেনেও চুপ থাকেন, কোনো প্রতিবাদ করেন না।

হানাফীদের অভিমত:

হানাফী মাযহাব মতে, ইজমা-এ সুকূতী একটি গ্রহণযোগ্য দলিল এবং এর ওপর আমল করা ওয়াজিব। তবে এর মর্যাদার স্তর 'ইজমা-এ কওলী' (মৌখিক ঐকমত্য)-এর চেয়ে নিচে।

- ইমাম বাযদাবী একে **'ইজমা-এ রুখসা'** বলেছেন।
- ইমাম শাফেয়ী (র--এর মতে, এটি ইজমা হিসেবে গণ্য নয়, কারণ চুপ থাকা সম্মতি নাও হতে পারে (ভয়ে বা অন্য কারণে)। হানাফীরা বলেন, সত্য প্রকাশের সময় চুপ থাকা সম্মতির লক্ষণ (السكوت في معرض الحاجة بيان)।

প্রশ্ন-৫০: পারিভাষিক অর্থে 'কিয়াস'-এর সংজ্ঞা দাও এবং এর চারটি রুকন উল্লেখ কর।
٥٠- ما هو القياس اصطلاحا ؟ واذكر أركانه الأربعة-

উত্তর:

ভূমিকা:

শরিয়তের চতুর্থ উৎস হলো কিয়াস। যখন কোনো নতুন সমস্যার সমাধান কুরআন, সুন্নাহ বা ইজমায় সরাসরি পাওয়া যায় না, তখন কিয়াসের মাধ্যমে সমাধান করা হয়।

১. কিয়াস-এর সংজ্ঞা (تعريف القياس):

শরিয়তের পরিভাষায়:

الْقِيَاسُ هُوَ تَعْدِيَةُ الْحُكْمِ مِنَ الْأَصْلِ إِلَى الْفَرْعِ لِعِلَّةٍ مُتَّحِدَةٍ بَيْنَهُمَا

অর্থ: "আসল (মূল বিষয়) এবং ফার (শাখা বিষয়)-এর মধ্যে বিদ্যমান অভিন্ন কারণের (Illat) ভিত্তিতে আসলের হুকুমকে ফার-এর মধ্যে প্রয়োগ করাকে কিয়াস বলে।"

২. কিয়াসের চারটি রুকন (أركان القياس):

কিয়াস শুদ্ধ হওয়ার জন্য ৪টি স্তম্ভ অপরিহার্য:

১. আসল (الأصل): মূল বিষয় যার বিধান নস (কুরআন/সুন্নাহ) দ্বারা প্রমাণিত। (যেমন: মদ)।

২. ফার (الفرع): নতুন সমস্যা যার বিধান বের করতে হবে। (যেমন: গাঁজা বা হিরোইন)।

৩. হুকুমুল আসল (حكم الأصل): আসলের শরিয়তসম্মত বিধান। (যেমন: মদ হারাম হওয়া)।

৪. ইল্লত (العلة): হুকুমের পেছনের মূল কারণ, যা আসল ও ফার উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান। (যেমন: মাদকতা বা নেশা সৃষ্টি করা)।

প্রশ্ন-৪১: জরুরী অবস্থায় হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করার বিধান কী?

٤١ -ما هو حكم التداوي بالمحرمات في الضرورة؟

উত্তর:

ভূমিকা:

ইসলাম মানুষের জীবন রক্ষা করাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। সাধারণ অবস্থায় হারাম বস্তু ব্যবহার নিষিদ্ধ হলেও, জীবন বাঁচানোর প্রয়োজনে শরীয়ত বিশেষ শিথিলতা (Rukhsa) প্রদান করেছে।

চিকিৎসার বিধান:

হানাফী মাযহাব মতে, চরম অসুস্থতা বা জীবননাশের আশঙ্কায় হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করা বা ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা জায়েজ, তবে শর্তসাপেক্ষে।

শর্তগুলো হলো:

১. রোগটি মারাত্মক হতে হবে।

২. অভিজ্ঞ মুসলিম ডাক্তার নিশ্চিত করবেন যে, এই হারাম বস্তু ছাড়া অন্য কোনো হালাল বিকল্প ঔষধ নেই।

৩. এই হারাম বস্তুটি ব্যবহারে রোগ মুক্তির প্রবল সম্ভাবনা থাকতে হবে।

উসূলী কায়দা:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

অর্থ: "প্রয়োজন নিষিদ্ধ বস্তুকে বৈধ করে দেয়।"

তবে এই বৈধতা কেবল প্রয়োজন পরিমাণেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

প্রশ্ন-৪২: 'আদা' ও 'ক্বাযা'-এর মধ্যে মৌলিক পার্থক্যগুলো কী কী?

٤٢- ما هي الفروق الجوهرية بين "الأداء" و"القضاء"؟

উত্তর:

ভূমিকা:

ইবাদত পালনের সময়ের ভিত্তিতে আমল দুই প্রকার: আদা ও ক্বাযা। উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

পার্থক্যসমূহ:

বিষয়	আদা (الأداء)	ক্বাযা (القضاء)
১. সংজ্ঞা	ওয়াজিবকৃত কাজটি তার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হুবহু আদায় করা। (تسليم عين الواجب)	ওয়াজিবকৃত কাজটি নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর অনুরূপভাবে আদায় করা। (تسليم مثل الواجب)
২. উৎস/বস্তু	এটি মূল বস্তু বা 'আইন' (The thing itself) আদায় করা।	এটি মূল বস্তুর 'মিসল' বা বিকল্প (Equivalent) আদায় করা।
৩. মর্যাদা	এটি আল্লাহর নির্দেশের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন এবং উত্তম।	এটি ত্রুটিপূর্ণ বাস্তবায়ন, কারণ এতে সময়ের লঙ্ঘন হয়েছে।
৪. উদাহরণ	রমজানের রোজা রমজানেই রাখা।	রমজানের রোজা অসুস্থতার কারণে পরে রাখা।

প্রশ্ন-৪৩: পারিভাষিক অর্থে 'আযীমা' ও 'রুখসা'-এর সংজ্ঞা দাও।

٤٣- عرف "العزيمة" و"الرخصة" اصطلاحا-

উত্তর:

ভূমিকা:

শরীয়তের বিধান পালনের কাঠিন্য ও সহজতার ভিত্তিতে হুকুম দুই প্রকার: আযীমা ও রুখসা।

১. আযীমা (العزيمة):

- **সংজ্ঞা:** শরীয়তের যে বিধানগুলো মৌলিকভাবে এবং সাধারণভাবে সকল মুকাল্লাফ (দায়িত্বপ্রাপ্ত) ব্যক্তির ওপর অপরিহার্য করা হয়েছে, কোনো ওজরের দিকে লক্ষ্য না করে।
- **উদাহরণ:** পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, রমজানের রোজা, মদ হারাম হওয়া। এগুলো মূল বিধান বা আযীমা।

২. রুখসা (الرخصة):

- **সংজ্ঞা:** মানুষের দুর্বলতা বা ওজরের (অসুস্থতা, সফর) কারণে শরীয়ত মূল বিধানকে সহজ করে যে নতুন বিধান দিয়েছে।
- ইমাম বাযদাবীর সংজ্ঞা:

الرُّخْصَةُ اسْمٌ لِمَا شُرِعَ بِنَاءً عَلَى أَعْذَارِ الْعِبَادِ

অর্থ: "বান্দার ওজর বা অপারগতার ওপর ভিত্তি করে যে বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে, তাকে রুখসা বলে।"

- **উদাহরণ:** মুসাফিরের জন্য কসর নামাজ পড়া, অসুস্থ ব্যক্তির জন্য বসে নামাজ পড়া।

প্রশ্ন-৪৪: 'রুখসা'-এর তিনটি প্রকারভেদ উল্লেখ কর।

٤٤ -اذكر الأقسام الثلاثة للرخصة-"

উত্তর:

ভূমিকা:

হানাফী উসূলবিদগণ রুখসাকে তার হুকুমের ভিত্তিতে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করেছেন।

রুখসার প্রকারভেদ:

১. রুখসা-এ ইসকাত (رخصة إسقاط):

যে রুখসার কারণে মূল বিধানটি সম্পূর্ণভাবে মাফ হয়ে যায় বা রহিত হয়ে যায়।

- **উদাহরণ:** চরম বাধ্যবাধকতা বা জবরদস্তির (Ikrah) কারণে মদ পান করা। এমতাবস্থায় মদ পান করা কেবল জায়েজই নয়, বরং জীবন বাঁচাতে পান করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

২. রুখসা-এ তারফীহ (رخصة ترفيه):

যে রুখসার কারণে মূল বিধানটি কঠিন থাকে না, বরং সহজ করা হয়, কিন্তু মূল হুকুমটি বহাল থাকে।

- **উদাহরণ:** মুসাফিরের জন্য কসর নামাজ পড়া। এখানে নামাজ মাফ হয়নি, কিন্তু ৪ রাকাতের স্থলে ২ রাকাত করে সহজ করা হয়েছে।

৩. রুখসা-এ মুবাহ (رخصة إباحة):

যে রুখসা হারাম কাজকে সাময়িকভাবে মুবাহ বা বৈধ করে দেয়, যদিও কাজটি মূলগতভাবে হারামই থাকে।

- **উদাহরণ:** বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 'সালাম' পদ্ধতি (অগ্রিম মূল্য দিয়ে পরে পণ্য নেওয়া)। মূল নিয়মে অস্তিত্বহীন পণ্য বিক্রি হারাম, কিন্তু মানুষের প্রয়োজনে একে রুখসা হিসেবে জায়েজ করা হয়েছে।

প্রশ্ন-৪৫: উসূলী পরিভাষায় 'সুন্নাহ'-এর সংজ্ঞা দাও এবং এর মৌলিক প্রকারগুলো উল্লেখ কর।
٤٥- عرف "السنة في الإصطلاح الأصولي - واذكر أنواعها الأساسية-

উত্তর:

ভূমিকা:

শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস হলো সুন্নাহ।

১. সুন্নাহর সংজ্ঞা:

উসূলবিদগণের মতে:

السُّنَّةُ هِيَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِعْلُهُ وَتَقْرِيرُهُ

অর্থ: "নবী করীম (সা--এর বাণী (কওল), কর্ম (ফিল) এবং মৌন সম্মতি (তাকরির)-কে সুন্নাহ বলা হয়।"

২. মৌলিক প্রকারভেদ:

- **কওলী (বাচনিক):** রাসূল (সা--এর মুখনিঃসৃত নির্দেশ।
- **ফে'লী (কর্মগত):** রাসূল (সা--এর কৃত কাজ।
- **তাকরিরী (সমর্থনসূচক):** সাহাবীর কাজ দেখে রাসূল (সা--এর সম্মতি।

বর্ণনার ভিত্তিতে সুন্নাহ তিন প্রকার: মুতাওয়াতির, মাশহুর ও খবরে ওয়াহেদ।

প্রশ্ন-৪৬: জ্ঞান ও আমল প্রদানে "খবরে ওয়াহেদ"-এর বিধান কী?
٤٦- ما حكم خبر الواحد" في إفادة العلم والعمل؟

উত্তর:

(নোট: এই প্রশ্নটি পূর্বে ৬ নং প্রশ্নেও এসেছিল। এখানে পুনরাবৃত্তি করা হলো)

১. ইলম (জ্ঞান) প্রদানে:

খবরে ওয়াহেদ 'ইলমে জন্নী' (প্রবল ধারণা) প্রদান করে। এটি 'ইলমে ইয়াকিন' (অকাট্য জ্ঞান) দেয় না। তাই এর মাধ্যমে আকিদার মৌলিক বিষয় সাব্যস্ত হয় না।

২. আমল (কাজ) প্রদানে:

শরিয়তের ব্যবহারিক বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে খবরে ওয়াহেদ দ্বারা আমল করা ওয়াজিব (আবশ্যক), যদি রাবী বিশ্বস্ত হন।

ইমাম বাযদাবী বলেন:

يُوجِبُ الْعَمَلَ لَا الْعِلْمَ

অর্থ: "এটি আমলকে ওয়াজিব করে, ইলমকে (অকাট্য জ্ঞান) নয়।"

প্রশ্ন-৪৭: কখন হানাফীদের নিকট 'খবরে ওয়াহেদ' দলীল হিসেবে গণ্য হয় না?

٤٧- متى لا يكون خبر الواحد حجة عند الحنفية؟

উত্তর:

ভূমিকা:

খবরে ওয়াহেদ সাধারণভাবে আমলযোগ্য হলেও হানাফী উসূল অনুযায়ী কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে তা প্রত্যাখ্যান করা হয় বা দলীল হিসেবে গ্রহণ করা হয় না।

খবরে ওয়াহেদ অগ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রসমূহ:

১. কুরআন বা মুতাওয়াতির সুন্নাহর বিরোধী হলে: যদি খবরে ওয়াহেদ এমন বিধান দেয় যা কুরআন বা মুতাওয়াতির হাদিসের সুস্পষ্ট বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক, তবে হানাফী মতে কুরআনকে প্রাধান্য দিয়ে খবরে ওয়াহেদ বর্জন করা হয়।

২. উমুমুল বালওয়া (عموم البلوى): এমন বিষয় যা সর্বসাধারণের প্রয়োজন এবং যা সবার জানা থাকা উচিত (যেমন: ওযুতে বিসমিল্লাহ বলা), এমন বিষয়ে যদি মাত্র একজন রাবী হাদিস বর্ণনা করেন, তবে হানাফীরা তা গ্রহণ করেন না। কারণ বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ হলে তা মুতাওয়াতির বা মাশহুর হওয়ার কথা ছিল।

৩. রাবীর আমল বিরোধী হলে: যদি বর্ণনাকারী সাহাবী নিজে সেই হাদিসের বিপরীত আমল করেন, তবে হানাফী মতে তার বর্ণিত হাদিসটি মানসুখ (রহিত) বা ভুল বলে গণ্য হয়। (যেমন: আবু হুরায়রা রা.-এর বর্ণিত কোনো কোনো হাদিস)।

প্রশ্ন-৪৮: পারিভাষিক অর্থে 'ইজমা'-এর সংজ্ঞা দাও এবং এর দুটি প্রকার কী কী?

٤٨- عرف "الإجماع اصطلاحا - وما هو نوعاه؟

উত্তর:

ভূমিকা:

ইজমা হলো শরিয়তের তৃতীয় উৎস। এটি উম্মতে মুহাম্মদীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

১. ইজমা-এর সংজ্ঞা (تعريف الإجماع):

উসূলবিদগণের মতে:

الْإِجْمَاعُ هُوَ اتِّفَاقُ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَصْرٍ عَلَى أَمْرٍ دِينِيٍّ

অর্থ: "উম্মতে মুহাম্মদীর মুজতাহিদগণের কোনো এক যুগে কোনো দ্বীনি বিষয়ে একমত হওয়াকে ইজমা বলে।"

২. ইজমার প্রকারভেদ:

ইমাম বাযদাবী (র- ইজমাকে তার প্রকাশের ভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে দুই ভাগে ভাগ করেছেন:

- **ইজমা-এ আযীমা (إجماع العزيمة):** যখন মুজতাহিদগণ স্পষ্টভাবে কথা বা কাজের মাধ্যমে তাদের ঐকমত্য প্রকাশ করেন। (কথার মাধ্যমে হলে 'ইজমা কওলী', কাজের মাধ্যমে হলে 'ইজমা ফে'লী')। এটি অকাট্য দলিল।
- **ইজমা-এ রুখসা (إجماع الرخصة):** একে 'সুকূতী ইজমা'ও বলা হয়। যখন কেউ মত প্রকাশ করেন এবং অন্যরা তা জেনে চুপ থাকেন।

প্রশ্ন-৪৯: হানাফীদের নিকট 'ইজমা'-এ 'সুকূতী' (নীরব ইজমা)-এর উপর আমল করার বিধান কী?
٤٩- ما حكم العمل بـ "الإجماع السكوتي عند الحنفية؟

উত্তর:

ভূমিকা:

'ইজমা-এ সুকূতী' (الإجماع السكوتي) হলো যখন কোনো মুজতাহিদ ফতোয়া দেন এবং সমসাময়িক অন্য মুজতাহিদগণ তা জেনেও চুপ থাকেন, কোনো প্রতিবাদ করেন না।

হানাফীদের অভিমত:

হানাফী মাযহাব মতে, ইজমা-এ সুকূতী একটি গ্রহণযোগ্য দলিল এবং এর ওপর আমল করা ওয়াজিব। তবে এর মর্যাদার স্তর 'ইজমা-এ কওলী' (মৌখিক ঐকমত্য)-এর চেয়ে নিচে।

- ইমাম বাযদাবী একে **'ইজমা-এ রুখসা'** বলেছেন।
- ইমাম শাফেয়ী (র--এর মতে, এটি ইজমা হিসেবে গণ্য নয়, কারণ চুপ থাকা সম্মতি নাও হতে পারে (ভয়ে বা অন্য কারণে)। হানাফীরা বলেন, সত্য প্রকাশের সময় চুপ থাকা সম্মতির লক্ষণ (السكوت في معرض الحاجة بيان)।

প্রশ্ন-৫০: পারিভাষিক অর্থে 'কিয়াস'-এর সংজ্ঞা দাও এবং এর চারটি রুকন উল্লেখ কর।
٥٠- ما هو القياس اصطلاحا ؟ واذكر أركانه الأربعة-

উত্তর:

ভূমিকা:

শরিয়তের চতুর্থ উৎস হলো কিয়াস। যখন কোনো নতুন সমস্যার সমাধান কুরআন, সুন্নাহ বা ইজমায় সরাসরি পাওয়া যায় না, তখন কিয়াসের মাধ্যমে সমাধান করা হয়।

১. কিয়াস-এর সংজ্ঞা (تعريف القياس):

শরিয়তের পরিভাষায়:

الْقِيَاسُ هُوَ تَعْدِيَةُ الْحُكْمِ مِنَ الْأَصْلِ إِلَى الْفَرْعِ لِعِلَّةٍ مُتَّحِدَةٍ بَيْنَهُمَا

অর্থ: "আসল (মূল বিষয়) এবং ফার (শাখা বিষয়)-এর মধ্যে বিদ্যমান অভিন্ন কারণের (Illat) ভিত্তিতে আসলের হুকুমকে ফার-এর মধ্যে প্রয়োগ করাকে কিয়াস বলে।"

২. কিয়াসের চারটি রুকন (أركان القياس):

কিয়াস শুদ্ধ হওয়ার জন্য ৪টি স্তম্ভ অপরিহার্য:

১. আসল (الأصل): মূল বিষয় যার বিধান নস (কুরআন/সুন্নাহ) দ্বারা প্রমাণিত। (যেমন: মদ)।

২. ফার (الفرع): নতুন সমস্যা যার বিধান বের করতে হবে। (যেমন: গাঁজা বা হিরোইন)।

৩. হুকুমুল আসল (حكم الأصل): আসলের শরিয়তসম্মত বিধান। (যেমন: মদ হারাম হওয়া)।

৪. ইল্লত (العلة): হুকুমের পেছনের মূল কারণ, যা আসল ও ফার উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান। (যেমন: মাদকতা বা নেশা সৃষ্টি করা)।

প্রশ্ন-৫১: 'কিয়াস-এ জলী' ও 'কিয়াস-এ খফী'-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

٥١ -ما الفرق بين القياس الجلي" و"القياس الخفي"؟

উত্তর:

ভূমিকা:

কিয়াস বা সাদৃশ্যের স্পষ্টতার ভিত্তিতে কিয়াস দুই প্রকার। এই প্রকারভেদ 'ইসতিহসান'-এর আলোচনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পার্থক্যসমূহ:

বিষয়	কিয়াস-এ জলী (القياس الجلي)	কিয়াস-এ খফী (القياس الخفي)
১. সংজ্ঞা	যে কিয়াসের 'ইল্লত' (কারণ) মস্তিষ্কে খুব দ্রুত এবং স্পষ্টভাবে ধরা দেয়।	যে কিয়াসের 'ইল্লত' চিন্তা-ভাবনা ছাড়া সহজে বোঝা যায় না, বরং তা সূক্ষ্ম ও গোপন থাকে।
২. অপর নাম	একে সাধারণ 'কিয়াস' বলা হয়।	হানাফী পরিভাষায় একেই **'ইসতিহসান' (الاستحسان)** বলা হয়।
৩. প্রভাব	এর প্রভাব বা কার্যকারিতা দ্রুত বোঝা যায়।	এর প্রভাব গভীরে নিহিত থাকে, তবে অনেক সময় এটিই অধিক শক্তিশালী হয়।
৪. উদাহরণ	পুরুষের উচ্ছিষ্ট পানি পবিত্র, তাই তার কিয়াসে বাঘের উচ্ছিষ্টও পবিত্র হওয়ার কথা (কিয়াস-এ জলী)।	কিন্তু ইসতিহসান বা কিয়াস-এ খফী অনুযায়ী বাঘের উচ্ছিষ্ট নাপাক (কারণ বাঘের লালায় হারাম গোশতের প্রভাব থাকে)।

প্রশ্ন-৫২: হানাফীদের নিকট 'ইসতিহসান' দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

٥٢- ما المراد بـ "الاستحسان" عند الحنفية؟

উত্তর:

ভূমিকা:

ইসতিহসান হানাফী মাযহাবের একটি শক্তিশালী দলিল, যা শাফেয়ী মাযহাব থেকে ভিন্ন। এটি মূলত কিয়াসেরই একটি সূক্ষ্ম রূপ।

ইসতিহসানের সংজ্ঞা (تعريف الاستحسان):

ইমাম বাযদাবী (র- ও হানাফী উসূলবিদগণের মতে:

الِاسْتِحْسَانُ هُوَ تَرْكُ الْقِيَاسِ الْجَلِيِّ لِقِيَاسٍ خَفِيٍّ أَقْوَى مِنْهُ، أَوْ لِدَلِيلٍ آخَرَ (مِنَ الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ أَوِ الْإِجْمَاعِ)

অর্থ: "ইসতিহসান হলো কোনো শক্তিশালী দলিল (যেমন: কিতাব, সুন্নাহ, ইজমা বা জরুরত)-এর কারণে অথবা অধিক শক্তিশালী কোনো গোপন কিয়াস (কিয়াস-এ খফী)-এর কারণে প্রকাশ্য কিয়াস (কিয়াস-এ জলী)-কে পরিত্যাগ করা।"

সহজ কথায়:

দৃশ্যত যে হুকুমটি হওয়া উচিত ছিল (কিয়াস), তা বাদ দিয়ে মানুষের সুবিধা ও শরীয়তের গভীর হেকমতের কারণে ভিন্ন হুকুম গ্রহণ করাকে ইসতিহসান বলে।

প্রশ্ন-৫৩: কখন 'কিয়াস-এ জলী' 'ইসতিহসান'-এর চেয়ে শক্তিশালী দলিল হয়?

٥٣ -متى يكون "القياس الجلي" دليلا أقوى من الاستحسان"؟

উত্তর:

ভূমিকা:

সাধারণত হানাফী মাযহাবে ইসতিহসানকে কিয়াস-এ জলীর ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। তবে সব ক্ষেত্রে নয়।

কিয়াস-এ জলী শক্তিশালী হওয়ার ক্ষেত্র:

যখন 'কিয়াস-এ জলী'র ইল্লত বা কারণটি কুরআন বা সুন্নাহর নস (Text) দ্বারা নির্দিষ্ট বা প্রমাণিত (Mansusul Illah) হয়, তখন সেই কিয়াস-এ জলী ইসতিহসানের চেয়ে শক্তিশালী হয়। এমতাবস্থায় ইসতিহসান বা যুক্তি দিয়ে সেই কিয়াসকে বাতিল করা যায় না।

উদাহরণ:

শুকরের গোশত হারাম। এখন কেউ যদি ইসতিহসান বা যুক্তির মাধ্যমে বলতে চায় যে, "ভালোভাবে ধুয়ে বা জীবাণুমুক্ত করে খেলে ক্ষতি নেই"—তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ এখানে কিয়াস বা বিধানটি সরাসরি নস দ্বারা প্রমাণিত।

প্রশ্ন-৫৪: আভিধানিক ও শরীয়তের পরিভাষায় 'মুআরাদা' (বিরোধ)-এর অর্থ কী?

٥٤- ما معنى "المعارضة" لغة وشرعا ؟

উত্তর:

ভূমিকা:

শরিয়তের দলিলসমূহের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে কোনো বিরোধ দেখা দিলে তাকে 'মুআরাদা' বা 'তাআরুজ' বলে। মুজতাহিদের জন্য এটি সমাধান করা জরুরি।

১. আভিধানিক অর্থ:

'মুআরাদা' (المعارضة) অর্থ হলো মুখোমুখি হওয়া, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা বা বিরোধ করা (الْمُقَابَلَةُ وَالْمُمَانَعَةُ)।

২. পারিভাষিক সংজ্ঞা:

উসূলবিদগণের মতে:

الْمُعَارَضَةُ هِيَ تَقَابُلُ الدَّلِيلَيْنِ عَلَى سَبِيلِ الْمُمَانَعَةِ، بِحَيْثُ يَقْتَضِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضِدَّ مَا يَقْتَضِيهِ الْآخَرُ

অর্থ: "দুটি সমমানের দলিল একে অপরের মুখোমুখি এমনভাবে দাঁড়ানো যে, এর একটি যা দাবি করে, অপরটি তার বিপরীত দাবি করে (একই সময়ে ও একই বিষয়ে)।"

প্রশ্ন-৫৫: দলিলসমূহের মধ্যে বিরোধের স্তরগুলো কী কী?

٥٥- ما هي مراتب التعارض بين الأدلة؟

উত্তর:

ভূমিকা:

সব দলিলের মধ্যে বিরোধ ধর্তব্য নয়। বিরোধ কেবল সমমানের দলিলের মধ্যেই হতে পারে। ইমাম বাযদাবী (র- বিরোধের চারটি স্তর উল্লেখ করেছেন।

বিরোধের স্তরসমূহ (مراتب التعارض):

১. কিতাব বনাম কিতাব (الْكِتَابُ بِالْكِتَابِ): কুরআনের এক আয়াতের সাথে অন্য আয়াতের বিরোধ।
২. সুন্নাহ বনাম সুন্নাহ (السُّنَّةُ بِالسُّنَّةِ): এক হাদিসের সাথে অন্য হাদিসের বিরোধ।
৩. ইজমা বনাম ইজমা (الْإِجْمَاعُ بِالْإِجْمَاعِ): (এটি তাত্ত্বিকভাবে বলা হলেও বাস্তবে ইজমার মধ্যে বিরোধ অসম্ভব, কারণ ইজমা মানেই ঐকমত্য)।
৪. কিয়াস বনাম কিয়াস (الْقِيَاسُ بِالْقِيَاسِ): এক কিয়াসের সাথে অন্য কিয়াসের বিরোধ।
(দ্রষ্টব্য: কিতাবের সাথে কিয়াসের বা সুন্নাহর সাথে কিয়াসের বিরোধ হলে তা 'মুআরাদা' বা গ্রহণযোগ্য বিরোধ নয়; কারণ কিতাব ও সুন্নাহ কিয়াসের চেয়ে শক্তিশালী। সেখানে সরাসরি কিতাব/সুন্নাহ অগ্রাধিকার পাবে)।

প্রশ্ন-৫৬: কখন নস (দলিলসমূহ)-কে সাংঘর্ষিক বলে গণ্য করা হয়?
٥٦- متى تعتبر النصوص متعارضة؟

উত্তর:
ভূমিকা:
দুটি আয়াত বা হাদিস দেখলেই তাকে সাংঘর্ষিক বলা যাবে না। প্রকৃত বিরোধ (Haqiqi Ta'arud) হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে।
সাংঘর্ষিক হওয়ার শর্তাবলী:
১. সমমানের হওয়া: দুটি দলিল শক্তির দিক দিয়ে সমান হতে হবে (যেমন: দুটিই মুতাওয়াতির, বা দুটিই খবরে ওয়াহেদ)।
২. একই বিষয়বস্তু: উভয় দলিল একই স্থান বা বিষয়ের (Mahall) ওপর প্রযোজ্য হতে হবে।
৩. একই সময়: উভয় বিধান একই সময়ের সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে।
৪. বিপরীতমুখী হুকুম: একটি হালাল বললে অন্যটি হারাম বলতে হবে, বা একটি হ্যাঁ-বোধক হলে অন্যটি না-বোধক হতে হবে।
যদি ইতিহাসের মাধ্যমে জানা যায় যে একটি আগে এবং একটি পরে এসেছে, তবে তা 'বিরোধ' নয় বরং **'নাসখ' (রহিতকরণ)** হিসেবে গণ্য হবে।

প্রশ্ন-৫৭: পারিভাষিক অর্থে 'ইজতিহাদ'-এর সংজ্ঞা দাও। এবং 'মুজতাহিদ' কে?
٥٧- عرف الاجتهاد اصطلاحا ومن هو "المجتهد"؟

উত্তর:
ভূমিকা:
শরিয়তের যে বিধানগুলো কুরআন-সুন্নাহয় সরাসরি বলা নেই, তা বের করার প্রক্রিয়াকে ইজতিহাদ বলে।
১. ইজতিহাদ-এর সংজ্ঞা (تعريف الاجتهاد):
الِاجْتِهَادُ هُوَ بَذْلُ الْمُجْهَدِ وُسْعَهُ فِي دَرْكِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ
অর্থ: "মুজতাহিদ কর্তৃক শরিয়তের বিস্তারিত দলিল (কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস) থেকে ব্যবহারিক বিধি-বিধান (আহকাম-এ ফুরুঈ) বের করার জন্য নিজের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ব্যয় করা।"
২. মুজতাহিদ (المجتهد):
মুজতাহিদ হলেন সেই ব্যক্তি, যার মধ্যে ইজতিহাদ করার পূর্ণ যোগ্যতা রয়েছে। অর্থাৎ যিনি কুরআন-সুন্নাহর ভাষা, নাসিখ-মানসুখ, শানে নুযুল, এবং কিয়াসের পদ্ধতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী।

প্রশ্ন-৫৮: শরীয়তের বিধান প্রণয়নে নবী (স)-এর ইজতিহাদের বিধান কী?

٥٨- ما حكم اجتهاد النبي ﷺ في حق التشريع؟

উত্তর:

ভূমিকা:

ওহী নাযিল না হলে রাসূলুল্লাহ (সা- কি নিজের বিচার-বুদ্ধি দিয়ে ইজতিহাদ করতেন? এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উসূলী আলোচনা।

বিধান:

হানাফী মাযহাব ও অধিকাংশ উসূলবিদের মতে, নবী করীম (সা--এর জন্য ইজতিহাদ করা জায়েজ ছিল এবং তিনি বাস্তবে ইজতিহাদ করেছেন।

- **মর্যাদা:** রাসূল (সা--এর ইজতিহাদ সাধারণ মুজতাহিদের মতো নয়।
  - যদি তাঁর ইজতিহাদ সঠিক হতো, তবে ওহী দ্বারা তা সমর্থন করা হতো।
  - যদি তাতে কোনো উত্তম পথের বিচ্যুতি হতো, তবে আল্লাহ তাআলা সাথে সাথেই ওহী নাযিল করে তা সংশোধন করে দিতেন। (ভুল অটুট রাখা নবীর শানে অসম্ভব)।
- **হুকুম:** তাই রাসূল (সা--এর ইজতিহাদও উম্মতের জন্য **'হুজ্জত' বা অকাট্য দলিল**।

প্রশ্ন-৫৯: 'নাসখ' (রহিতকরণ)-এর সংজ্ঞা কী? এবং এর মৌলিক শর্তাবলি কী কী?

٥٩- ما هو "النسخ"؟ وما هي شروطه الأساسية؟

উত্তর:

ভূমিকা:

মানুষের কল্যাণ ও পরিস্থিতির পরিবর্তনের কারণে আল্লাহ তাআলা কিছু বিধান পরিবর্তন করেছেন। একে নাসখ বলে।

১. নাসখ-এর সংজ্ঞা (تعريف النسخ):

ইমাম বাযদাবী (র- বলেন:

النَّسْخُ هُوَ بَيَانُ انْتِهَاءِ مُدَّةِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ الَّذِي كَانَ يُتَوَهَّمُ بَقَاؤُهُ

অর্থ: "নাসখ হলো এমন একটি শরয়ী বিধানের মেয়াদ শেষ হওয়ার ঘোষণা দেওয়া, যা বাহ্যিকভাবে স্থায়ী মনে করা হতো।" (সহজ কথায়: পরবর্তী দলিল দিয়ে পূর্ববর্তী বিধান বাতিল করা)।

২. মৌলিক শর্তাবলি (شروط النسخ):

- **শরিয়তের বিধান হওয়া:** নাসখ কেবল শরয়ী আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে হয়, আকিদা বা ঐতিহাসিক সংবাদের ক্ষেত্রে নাসখ হয় না।
- **পরবর্তী দলিল:** রহিতকারী দলিলটি (নাসিখ) অবশ্যই রহিতকৃত বিধানের (মানসুখ) পরে নাজিল হতে হবে।
- **বিরোধ:** দুটি দলিলের মধ্যে এমন বিরোধ থাকতে হবে যা সমন্বয় করা অসম্ভব।
- **সমমানের দলিল:** কিতাবকে কিতাব বা সুন্নাহ দ্বারা নাসখ করা যায়, কিন্তু দুর্বল দলিল দিয়ে শক্তিশালী দলিল নাসখ করা যায় না (যেমন খবরে ওয়াহেদ দিয়ে কুরআন)।

প্রশ্ন-৬০: খবরে ওয়াহেদ দ্বারা কি কুরআন নাসখ করা জায়েজ?

٦٠- هل يجوز نسخ القرآن بخبر الواحد؟

উত্তর:

ভূমিকা:

কুরআন হলো অকাট্য (কুতিঈ) দলিল, আর খবরে ওয়াহেদ হলো ধারণাপ্রসূত (জন্নী) দলিল। জন্নী দলিল দিয়ে কুতিঈ বিধান বাতিল করা যাবে কি না?

হানাফীদের অভিমত:

হানাফী মাযহাব মতে, খবরে ওয়াহেদ দ্বারা কুরআন নাসখ (রহিত) করা জায়েজ নেই।

যুক্তি:

১. শক্তির পার্থক্য: কুরআন অকাট্যভাবে প্রমাণিত (সাবুত-এ কুতিঈ), আর খবরে ওয়াহেদ সন্দেহের সাথে প্রমাণিত (সাবুত-এ জন্নী)। দুর্বল জিনিস সবল জিনিসকে রহিত করতে পারে না।

২. ইমাম বাযদাবীর উক্তি: তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, কিতাব কেবল কিতাব দ্বারা অথবা মুতাওয়াতির সুন্নাহ দ্বারা নাসখ হতে পারে। খবরে ওয়াহেদ বা কিয়াস দ্বারা কুরআন নাসখ করা অবৈধ।

৩. আমল: তবে খবরে ওয়াহেদ দ্বারা কুরআনের বিধানকে 'আম' থেকে 'খাস' (সীমাবদ্ধ) করা বা ব্যাখ্যা করা জায়েজ, কিন্তু পুরোপুরি বাতিল করা জায়েজ নেই।

প্রশ্ন-৬১: 'আল-ইসতিদলাল বিল আদাহ' (অভ্যাস দ্বারা দলিল) এবং "আল-ইসতিদলাল বিশ-শারঅ" (শরীয়ত দ্বারা দলিল)-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

٦١ -ما هو الفرق بين الاستدلال بالعادة" و"الاستدلال بالشرع؟

উত্তর:

ভূমিকা:

শরিয়তের বিধান নির্ণয়ে দলিলের উৎস ভিন্ন হতে পারে। কিছু বিধান ওহী থেকে আসে, আবার কিছু বিধান মানুষের দীর্ঘদিনের অভ্যাস বা প্রথা থেকে নেওয়া হয়।

পার্থক্যসমূহ:

১. **ইসতিদলাল বিশ-শারঅ (الاستدلال بالشرع):**

- **সংজ্ঞা:** শরীয়তের মূল নস (কুরআন ও সুন্নাহ) অথবা ইজমা ও কিয়াস দ্বারা দলিল পেশ করা।
- **মর্যাদা:** এটিই শরীয়তের মূল ভিত্তি। হালাল-হারাম নির্ণয়ে এটিই চূড়ান্ত।
- **উদাহরণ:** কুরআনের আয়াত দ্বারা নামাজ ফরজ হওয়া বা সুদ হারাম হওয়ার দলিল দেওয়া।

২. **ইসতিদলাল বিল আদাহ (الاستدلال بالعادة):**

- **সংজ্ঞা:** মানুষের সমাজে প্রচলিত প্রথা বা অভ্যাস (উরফ ও আদত) দ্বারা দলিল পেশ করা, যেখানে শরীয়তের কোনো স্পষ্ট নস নেই।
- **মর্যাদা:** এটি তখনই গ্রহণযোগ্য যখন তা শরীয়তের কোনো নসের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। হানাফী উসূল অনুযায়ী, "উরফ বা আদত শরিয়তের একটি দলিল হিসেবে গণ্য হয়" (اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ)।
- **উদাহরণ:** মোহরানা নির্ধারণে বা ওজনে কম-বেশি হওয়ার ক্ষেত্রে সমাজের প্রচলনকে দলিল হিসেবে মানা।

প্রশ্ন-৬২: 'আল-ইসতিসহাব' দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? এবং এটি কখন ব্যবহৃত হয়?
٦٢ -ما المراد بـ "الاستصحاب"؟ ومتى يستخدم؟

উত্তর:

ভূমিকা:

ইসতিসহাব হলো এমন একটি নীতি, যার মাধ্যমে অতীত অবস্থার ওপর ভিত্তি করে বর্তমানের বিধান বহাল রাখা হয়।

১. ইসতিসহাব-এর সংজ্ঞা (تعريف الاستصحاب):

পারিভাষিক অর্থে:

الِاسْتِصْحَابُ هُوَ بَقَاءُ الْأَمْرِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي الْمَاضِي مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى تَغْيِيرِهِ

অর্থ: "যতক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তনের কোনো দলিল পাওয়া না যায়, ততক্ষণ কোনো বিষয়কে তার অতীত অবস্থার ওপর বহাল রাখা।"

২. ব্যবহারের ক্ষেত্র ও হুকুম:

হানাফী মাযহাব মতে, ইসতিসহাব 'আত্মরক্ষা' (li-daf'i) বা অধিকার টিকিয়ে রাখার জন্য দলিল, কিন্তু 'অধিকার সাব্যস্ত' (li-isbat) করার জন্য দলিল নয়।

- **উদাহরণ (নিখোঁজ ব্যক্তি):** কোনো ব্যক্তি নিখোঁজ হলে ইসতিসহাবের ভিত্তিতে তাকে জীবিত ধরা হবে। ফলে তার সম্পত্তি বণ্টন করা হবে না (আত্মরক্ষা)। কিন্তু এই জীবিত থাকার দোহাই দিয়ে সে অন্যের ওয়ারিশ হতে পারবে না (অধিকার সাব্যস্ত করা), কারণ তার জীবন নিশ্চিত নয়।

প্রশ্ন-৬৩: যখন নাহী কোনো বিষয়ের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পর্কিত হয়, তখন তার বিধান কী?
٦٣ -ما حكم النهي إذا تعلق بالوصف اللازم للشيء؟

উত্তর:

ভূমিকা:

নাহী বা নিষেধাজ্ঞা কখনো কাজের মূল সত্তার ওপর আসে, আবার কখনো তার গুণের ওপর আসে। গুণটি যদি অপরিহার্য (লাজিম) হয়, তবে তার বিধান কঠোর হয়।

বিধান:

যখন নিষেধাজ্ঞা বা নাহী কোনো কাজের 'অপরিহার্য গুণের' (الوصف اللازم) সাথে সম্পৃক্ত হয়, তখন হানাফী মতে তা প্রমাণ করে যে কাজটি মূলগতভাবেই অসুন্দর বা গর্হিত (Qabih li-aynihi)।

- **ফলাফল:** এই নিষেধাজ্ঞা কাজটিকে **বাতিল (Batil)** করে দেয়।
- **উদাহরণ:** জিনা বা ব্যভিচার। এখানে নিষেধাজ্ঞা এমন এক কাজের সাথে যুক্ত যা শরিয়তে কোনোভাবেই বৈধ হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। তাই এটি সম্পূর্ণ বাতিল।
- **পার্থক্য:** যদি গুণটি অপরিহার্য না হয়ে বিচ্ছিন্ন (Mujawir) হতো (যেমন আজানের সময় বেচাকেনা), তবে তা ফাসিদ হতো, বাতিল হতো না।

প্রশ্ন-৬৪: তাখসীস-এ মুত্তাসিল (সংযুক্ত তাখসীস)-এর দুটি প্রকার উল্লেখ কর।

٦٤- اذكر نوعين من أنواع التخصيص المتصل –

উত্তর:

ভূমিকা:

যখন কোনো ব্যাপক (আম) বিধানকে সংকীর্ণ বা নির্দিষ্ট (খাস) করা হয়, তাকে তাখসীস বলে। এই তাখসীসকারী শব্দটি যদি মূল বাক্যের সাথে যুক্ত থাকে, তাকে তাখসীস-এ মুত্তাসিল বলে।

দুটি প্রকার:

১. ইসতিসনা (الاستثناء - ব্যতিক্রম):

বাক্যের শেষে 'ইল্লা' (إِلَّا - ব্যতীত) বা অনুরূপ শব্দ ব্যবহার করে কিছু অংশ বাদ দেওয়া।

- **উদাহরণ:** *"সকল ছাত্র এসেছে, যায়েদ ছাড়া।"* (جَاءَ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا)। এখানে 'যায়েদ' মূল হুকুম থেকে বাদ পড়ল।

২. শর্ত (الشرط):

বাক্যের শুরুতে বা শেষে শর্তযুক্ত শব্দ ব্যবহার করে বিধানকে নির্দিষ্ট করা।

- **উদাহরণ:** *"যদি তারা তওবা করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও।"* (فَإِنْ تَابُوا... فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ)। এখানে 'পথ ছেড়ে দেওয়া'র বিধানটি তওবার শর্তের সাথে খাস করা হয়েছে।

প্রশ্ন-৬৫: তাখসীস-এ মুনফাসিল (বিচ্ছিন্ন তাখসীস)-এর দুটি প্রকার উল্লেখ কর।

٦٥ -اذكر نوعين من أنواع التخصيص المنفصل-

উত্তর:

ভূমিকা:

যখন তাখসীসকারী দলিলটি মূল বাক্যের সাথে যুক্ত না থেকে আলাদা বা স্বতন্ত্র দলিল হয়, তাকে তাখসীস-এ মুনফাসিল বলে।

দুটি প্রকার:

১. নস বা অন্য আয়াত/হাদিস দ্বারা তাখসীস (التخصيص بالنص):

কুরআনের এক আয়াতকে অন্য আয়াত বা হাদিস দ্বারা খাস করা।

- **উদাহরণ:** কুরআনে বলা হয়েছে *"মৃত প্রাণী খাওয়া হারাম"* (মুতলাক)। হাদিসে বলা হয়েছে *"সাগরের মৃত প্রাণী হালাল"*। এখানে হাদিসটি কুরআনের আম হুকুমকে খাস করেছে।

২. আকল বা বিবেক দ্বারা তাখসীস (التخصيص بالعقل):

যখন আকল বা বিবেক নিশ্চিত করে যে, এই বিধানটি সবার জন্য হতে পারে না।

- **উদাহরণ:** *"আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা"*। এখানে 'সবকিছু' শব্দের মধ্যে আল্লাহ নিজে অন্তর্ভুক্ত নন, এটি আকল দ্বারা নির্ধারিত বা খাস করা হয়েছে।

প্রশ্ন-৬৬: বিরোধ দেখা দিলে 'দালালাতুল ইবারাহ' ও 'দালালাতুল ইশারাহ'-এর মধ্যে কিভাবে তারজীহ (অগ্রাধিকার) দেওয়া হয়?

٦٦- كيف يتم الترجيح بين دلالة العبارة" و"دلالة الإشارة عند التعارض؟

উত্তর:

ভূমিকা:

দালালাতুল ইবারাহ (প্রত্যক্ষ অর্থ) এবং দালালাতুল ইশারাহ (পরোক্ষ ইঙ্গিত)—উভয়ই নস থেকে প্রমাণিত। কিন্তু কখনো এদের মধ্যে বিরোধ হলে কোনটি প্রাধান্য পাবে?

তারজীহ বা অগ্রাধিকার:

হানাফী উসূলের নিয়ম হলো:

دَلَالَةُ الْعِبَارَةِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى دَلَالَةِ الْإِشَارَةِ

অর্থ: "বিরোধের সময় দালালাতুল ইবারাহকে দালালাতুল ইশারাহর ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।"

কারণ:

দালালাতুল ইবারাহ হলো বক্তার কথার মূল উদ্দেশ্য (সিয়াকুল কালাম), যার জন্য বাক্যটি গঠন করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, দালালাতুল ইশারাহ হলো প্রাসঙ্গিক বা অনুগামী অর্থ। মূল উদ্দেশ্য সবসময় অনুগামী অর্থের চেয়ে শক্তিশালী হয়।

প্রশ্ন-৬৭: দলিল হিসেবে কোন দুটি নির্দেশনা অধিক শক্তিশালী, 'দালালাতুন-নস' নাকি "দালালাতুল ইকৃতিদা"?

٦٧- أي الدلالتين أقوى حجة: "دلالة النص" أم "دلالة الاقتضاء؟

উত্তর:

ভূমিকা:

দালালাতুন নস (ভাষাগত যুক্তি) এবং দালালাতুল ইকৃতিদা (প্রয়োজনীয় উহ্য অর্থ)—উভয়টিই পরোক্ষ দালালাত।

শক্তিশালী কোনটি?

হানাফী উসূলবিদদের মতে, 'দালালাতুন নস' (دلالة النص) অধিক শক্তিশালী।

কারণ:

- **দালালাতুন নস** ভাষার গঠন ও ইল্লত (কারণ) থেকে বোঝা যায়। এটি ভাষার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।
- দালালাতুল ইকৃতিদা কেবল প্রয়োজনের তাগিদে (Darurah) মেনে নেওয়া হয়। এটি শব্দে নেই, বরং যুক্তির খাতিরে উহ্য মানা হয়।

যেহেতু ভাষার ভিত্তি (লুগাত) প্রয়োজনের (জরুরত) চেয়ে শক্তিশালী, তাই দালালাতুন নস প্রাধান্য পায়।

প্রশ্ন-৬৮: আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থে 'সাহাবী'-এর সংজ্ঞা দাও।

٦٨- عرف الصحابي" لغة واصطلاحا-

উত্তর:

ভূমিকা:

রাসূলুল্লাহ (সা--এর সুন্নাহ বর্ণনাকারী হিসেবে সাহাবীগণের পরিচয় জানা অপরিহার্য।

১. আভিধানিক অর্থ:

'সাহাবী' (الصحابي) শব্দটি 'সুহবত' (সহচর্য) থেকে এসেছে। এর অর্থ সাথী, সঙ্গী বা সহচর।

২. পারিভাষিক সংজ্ঞা:

উসূলবিদ ও মুহাদ্দিসগণের মতে:

الصَّحَابِيُّ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ

অর্থ: "সাহাবী হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি ঈমান অবস্থায় নবী করীম (সা--এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ করেছেন।"

শর্ত: হানাফী উসূলবিদদের মতে, দীর্ঘ সময় সহচর্য বা বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা সাহাবী হওয়ার জন্য শর্ত নয়। একবার দেখলেই বা সাক্ষাৎ করলেই তিনি সাহাবী।

প্রশ্ন-৬৯: শরীয়ত বর্ণনায় সাহাবীগণের মর্যাদা কী?

٦٩- ما هي مكانة الصحابة في نقل الشريعة؟

উত্তর:

ভূমিকা:

সাহাবীগণ হলেন রাসূল (সা.)- এবং পরবর্তী উম্মতের মধ্যে সেতুবন্ধন। তাঁদের মাধ্যমেই দ্বীন আমাদের কাছে পৌঁছেছে।

মর্যাদা:

১. সকল সাহাবী ন্যায়পরায়ণ (الصحابة كلهم عدول): আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা হলো, সকল সাহাবী সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ। তাঁদের সমালোচনা করা জায়েজ নেই।

২. সর্বোত্তম যুগ: রাসূল (সা- বলেছেন, "আমার যুগই হলো সর্বোত্তম যুগ"।

৩. বর্ণনায় বিশ্বস্ততা: শরিয়তের বর্ণনায় তাঁদের খবর নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা হয়। কোনো সাহাবীর বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের অভিযোগ আনা কুফরি বা ফাসিকী।

৪. ইজতিহাদের যোগ্যতা: তাঁরা ওহী নাজিলের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, তাই তাঁদের ফতোয়া বা বুঝ অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

প্রশ্ন-৭০: হানাফীদের নিকট 'কুওলে সাহাবী' (সাহাবীর উক্তি)-এর বিধান কী?

٧٠- ما هو حكم قول الصحابي عند الحنفية؟

উত্তর:

ভূমিকা:

সাহাবীর নিজস্ব ফতোয়া বা উক্তি (যাকে আছার বলা হয়) কি শরীয়তের দলিল?

হানাফীদের অভিমত:

হানাফী মাযহাব মতে 'কুওলে সাহাবী' বা সাহাবীর উক্তি শরিয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

এর বিধান দুই প্রকার:

১. কিয়াসের ঊর্ধ্বে হলে (ما لا يدرك بالقياس): যদি বিষয়টি এমন হয় যা যুক্তি বা কিয়াস দিয়ে বোঝা যায় না (যেমন: ইবাদতের পরিমাণ, আকিদা, গায়েবি খবর), তবে সাহাবীর উক্তি 'হাদিসে মারফু' (রাসূলের বাণী)-এর হুকুমে গণ্য হবে। কারণ তিনি নিশ্চয়ই রাসূল (সা- থেকে শুনে বলেছেন।
২. ইজতিহাদী বিষয় হলে: যদি বিষয়টি ইজতিহাদী হয়, তবে হানাফী মাযহাব মতে সাহাবীর উক্তি 'কিয়াস'-এর ওপর প্রাধান্য পাবে। কারণ তাঁদের ইজতিহাদ সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা আমাদের চেয়ে বেশি।

প্রশ্ন-৭১: কখন সাহাবীর উক্তি ইজমা দ্বারা 'হুজ্জত' (দলীল) হয়?

٧١- متى يكون قول الصحابي حجة بالإجماع؟

উত্তর:

ভূমিকা:

সাহাবীর উক্তি কখনো ব্যক্তিগত মত আবার কখনো ইজমার রূপ নেয়।

বিধান:

যখন কোনো সাহাবী শরীয়তের কোনো বিষয়ে ফতোয়া বা উক্তি প্রদান করেন এবং তা শোনার পর সমসাময়িক অন্যান্য সাহাবী বা মুজতাহিদগণ তার বিরোধিতা করেন না বা চুপ থাকেন, তখন তাকে 'ইজমা-এ সুকূতী' (الإجماع السكوتي) বলা হয়।

হানাফী মাযহাব মতে, এই ধরনের নীরব সম্মতিপূর্ণ উক্তি ইজমা হিসেবে গণ্য হয় এবং তা শরীয়তের অকাট্য দলিল বা হুজ্জত হয়।

- **উদাহরণ:** হযরত আবু বকর (রা- কর্তৃক দাদীর মিরাস (উত্তরাধিকার) সংক্রান্ত ফয়সালা, যাতে অন্য সাহাবীরা দ্বিমত করেননি।

প্রশ্ন-৭২: 'কুওলে সাহাবী'-এর কারণে কি কিয়াস পরিত্যাগ করা জায়েয?

٧٢- هل يجوز ترك القياس بسبب قول الصحابي؟

উত্তর:

ভূমিকা:

সাহাবীর উক্তি ও কিয়াসের মধ্যে বিরোধ হলে কোনটি প্রাধান্য পাবে, তা হানাফী উসূলের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা।

হানাফীদের অভিমত:

হ্যাঁ, হানাফী মাযহাব মতে, সাহাবীর উক্তি বা ফতোয়ার কারণে কিয়াস পরিত্যাগ করা ওয়াজিব। অর্থাৎ, যদি কোনো বিষয়ে সাহাবীর সুস্পষ্ট ফতোয়া থাকে এবং তা যুক্তির (কিয়াস) বিপরীত হয়, তবুও সাহাবীর ফতোয়াকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

কারণ:

সাহাবীগণ ওহী নাযিলের সাক্ষী ছিলেন। তাঁদের ফতোয়া সম্ভবত কোনো হাদিসের ওপর ভিত্তি করে দেওয়া, যা আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেনি। তাই তাঁদের মতের সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা আমাদের যুক্তির চেয়ে প্রবল।

- **উদাহরণ:** রোজা অবস্থায় ভুলবশত খেলে রোজা ভাঙ্গে না—এটি আবু হুরায়রা (রা--এর বর্ণিত হাদিস ও ফতোয়া। অথচ কিয়াস বলে রোজা ভাঙ্গার কথা। এখানে কিয়াস বর্জন করে সাহাবীর কথার ওপর আমল করা হয়।

প্রশ্ন-৭৩: যদি 'কুওলে সাহাবী' কিতাবের যাহের (প্রকাশ্য অর্থ)-এর সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তবে তা গ্রহণের শর্ত কী?

٧٣- ما هي شروط الأخذ بـ قول الصحابي إذا تعارض مع ظاهر الكتاب؟

উত্তর:

ভূমিকা:

কুরআনের 'যাহের' বা প্রকাশ্য অর্থ শক্তিশালী দলিল। সাহাবীর উক্তি এর বিপরীত হলে সাধারণ নিয়মে কুরআন প্রাধান্য পায়। তবে কিছু শর্তে সাহাবীর উক্তি গ্রহণ করা হয়।

শর্তসমূহ:

১. তাওকীফী বিষয় হওয়া: যদি সাহাবীর উক্তিটি এমন কোনো বিষয়ে হয় যা আকল বা যুক্তি দিয়ে বোঝা সম্ভব নয় (যেমন: ইবাদতের পরিমাণ, অদৃশ্য বিষয়), তবে ধরে নেওয়া হয় যে তিনি এটি রাসূল (সা- থেকে শুনেছেন। এমতাবস্থায় এটি 'হাদিসে মারফু'-এর হুকুমে গণ্য হয়ে কুরআনের ব্যাখ্যা বা তাখসীস (সীমাবদ্ধকরণ) করতে পারে।

২. মুজতাহিদ সাহাবী হওয়া: হানাফী উসূলের কোনো কোনো মত অনুযায়ী, ফিকহ ও ইজতিহাদে পারদর্শী সাহাবী (যেমন: চার খলিফা, ইবনে মাসউদ রা--এর উক্তি হলে তা অধিক গুরুত্ব পায়।

- তবে সাধারণ নিয়ম হলো: সাহাবীর নিজস্ব রায় কুরআনের স্পষ্ট নসকে রহিত করতে পারে না।

প্রশ্ন-৭৪: 'কুওলে সাহাবী' ও 'ইজমাউস-সাহাবাহ'-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

٧٤- ما الفرق بين قول الصحابي وإجماع الصحابة؟

উত্তর:

ভূমিকা:

উভয়টিই সাহাবীদের সাথে সম্পৃক্ত, কিন্তু দলিলের শক্তিমত্তায় আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে।

পার্থক্যসমূহ:

বিষয়	কুওলে সাহাবী (قول الصحابي)	ইজমাউস সাহাবাহ (إجماع الصحابة)
১. সংজ্ঞা	কোনো একক সাহাবীর ব্যক্তিগত মতামত বা ফতোয়া, যাতে অন্যদের দ্বিমত থাকতে পারে।	কোনো বিষয়ে সকল সাহাবীর ঐকমত্য।
২. মান/স্তর	এটি 'জন্নী' (ধারণাপ্রসূত) দলিল।	এটি 'কুতিঈ' (অকাট্য) দলিল।
৩. বিরোধ	অন্য মুজতাহিদ এর বিরোধিতা করতে পারেন (যদি তা কিয়াস বিরোধী না হয়)।	এর বিরোধিতা করা হারাম এবং কুফরি বা বিদআত।
৪. মর্যাদা	এটি কিয়াসের ওপর প্রাধান্য পায়।	এটি কুরআন ও সুন্নাহর মতোই চূড়ান্ত দলিল।

প্রশ্ন-৭৫: কোনো সাহাবীর এমন উক্তি সম্পর্কে কী বিধান, যার কোনো বিরোধী জানা যায়নি?
٧٥- ما هو حكم "ما لم يعرف له مخالف من قول الصحابي؟

উত্তর:
ভূমিকা:
এটি এমন এক অবস্থা যা ইজমার কাছাকাছি, কিন্তু পূর্ণ ইজমা নয়।
বিধান:
যদি কোনো সাহাবী কোনো ফতোয়া দেন এবং অন্য কোনো সাহাবী তার বিরোধিতা করেছেন বলে জানা না যায় (তবে সবাই জেনে চুপ ছিলেন কি না তাও নিশ্চিত নয়), তবে হানাফী মাযহাব মতে:

- এটি **'হুজ্জত' (দলিল)** হিসেবে গণ্য হবে।
- এটি কিয়াসের চেয়ে অগ্রগণ্য হবে।
- ইমাম বাযদাবী (র--এর মতে, এটি বাহ্যিক ইজমা না হলেও, আমলের ক্ষেত্রে ইজমার মতোই শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন-৭৬: 'সাহাবীগণের অনুকরণ' (আল-ইক্তিদা বিস-সাহাবাহ) দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
٧٦- ما هو المراد بـ "الاقتداء بالصحابة"؟

উত্তর:
ভূমিকা:
সাহাবীদের অনুসরণ করা উম্মতের জন্য মুক্তির পথ।
ইক্তিদা-এর অর্থ:
'ইক্তিদা' অর্থ হলো অনুসরণ করা বা পথ চলা। পরিভাষায়, সাহাবীগণের বুঝ, তাঁদের আমল, তাঁদের ইজতিহাদ এবং দ্বীনের মেজাজকে নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করা এবং শরিয়তের দলিল বোঝার ক্ষেত্রে তাঁদের ব্যাখ্যাকে অগ্রাধিকার দেওয়াকে 'ইক্তিদা বিস-সাহাবাহ' বলে।
বিশেষ করে খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতকে আঁকড়ে ধরা এর মূল উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন-৭৭: ইজতিহাদী বিষয়ে সাহাবীগণের অনুসরণের আবশ্যকতা সম্পর্কে দলিল কী?
٧٧- ما هو الدليل على وجوب متابعة الصحابة في الأمور الاجتهادية؟

উত্তর:
ভূমিকা:
ইজতিহাদী বিষয়ে অন্য কারো চেয়ে সাহাবীদের মত কেন মানতে হবে, তার স্বপক্ষে অনেক দলিল রয়েছে।
দলিলসমূহ:
১. রাসূলুল্লাহ (সা--এর বাণী:
أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ
অর্থ: "আমার সাহাবীগণ নক্ষত্রতুল্য, তোমরা তাঁদের যারই অনুসরণ করবে, সঠিক পথ পাবে।" (বায়হাকী)
(যদিও সনদের ব্যাপারে কালাম আছে, তবে উসূলে এটি মকবুল)।
২. খুলাফায়ে রাশেদীনের হাদিস:
عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ

অর্থ: "তোমাদের ওপর আমার সুন্নাত এবং হেদায়েতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত আঁকড়ে ধরা অপরিহার্য।" (আবু দাউদ)

৩. **শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা:** আল্লাহ তাঁদের ওপর সন্তুষ্ট (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এবং তাঁরা খাইরুল কুরুন বা সর্বশ্রেষ্ঠ যুগের মানুষ। তাঁদের ইজতিহাদ ভুলের চেয়ে সঠিক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

প্রশ্ন-৭৮: পূর্বে মতপার্থক্য হওয়ার পর কি 'ইজমা' সংঘটিত হওয়া জায়েয?

٧٨- هل يجوز وقوع "الإجماع" بعد الخلاف السابق؟

উত্তর:

ভূমিকা:

কোনো বিষয়ে শুরুতে সাহাবী বা মুজতাহিদদের মধ্যে মতভেদ ছিল, কিন্তু পরে সবাই একমতে পৌঁছেছেন—এমন ইজমা কি গ্রহণযোগ্য?

হানাফীদের অভিমত:

হ্যাঁ, পূর্বে ইখতিলাফ বা মতপার্থক্য থাকার পরও পরবর্তীতে ঐকমত্য হলে তা 'ইজমা' হিসেবে গণ্য এবং বৈধ হবে।

- **শর্ত:** যদি আগের মতভেদকারীরা তাদের মত প্রত্যাহার করে একমতে আসেন অথবা মতভেদকারীরা মারা যাওয়ার পর পরবর্তী যুগের সবাই একমত হন (এটি নিয়ে মতভেদ আছে, তবে হানাফী মতে সাহাবীদের যুগের ইখতিলাফ সাহাবীদের যুগেই মিটমাট হলে তা ইজমা)।
- **ফলাফল:** এই ইজমা গঠিত হওয়ার পর পূর্বের মতভেদ বাতিল হয়ে যাবে এবং এই নতুন ইজমার বিরোধিতা করা জায়েজ হবে না।